CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

CMYK

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 April, 2020 ■ আগরতলা, ৩ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ২০ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা ঃ লকডাউনের পর পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যগুলির কাছ থেকে প্রস্তাব চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী।।

নয়াদিল্লি, ০২ এপ্রিল।। লকডাউন পর্ব শেষ হলে সাধারণ মানুষকে আটকে পড়ার মতো বর্তমান অবস্থা থেকে বের করে আনার ব্যাপারে এক অভিন্ন কৌশল রচনা করার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে তিনি রাজ্যগুলিকে চিন্তাভাবনা করার এবং প্রস্তাব পাঠানোর পরামর্শ দেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার গুরুত্বের কথা শ্রী মোদী আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোভিড-১৯ মোকাবিলার বিভিন্ন পন্থাপদ্ধতি নিয়ে আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন।

লকডাউনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানানোর জন্য রাজ্যগুলিকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কোভিড-১৯ সংক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখতে কিছুটা সাফল্য পাওয়া গেছে। রাজ্যগুলি ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে যেভাবে একজোট হয়ে কাজ করেছে, তিনি তারও প্রশংসা করেন শ্রী মোদী অবশ্য সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বিশ্ব পরিস্থিতি এখনও সন্তোষজনক অবস্থায় পৌঁছয়নি। কয়েকটি দেশে ভাইরাসের দ্বিতীয়বার সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রসঙ্গ তিনি উত্থাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের কাছে এখন অভিন্ন উদ্দেশ্য হ'ল --- যতটা সম্ভব জীবনহানি প্রতিরোধ করা। আগামী কয়েক সপ্তাহে ভাইরাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, তাঁদের আইসোলেশন ও কোয়ারান্টাইনে রাখার ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে। অত্যাবশ্যক চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ অব্যাহত রাখার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী উৎপাদনের জন্য কাঁচামালের যোগান নিরবচ্ছিন্ন রাখার কথাও বলেন। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের জন্য পৃথক হাসপাতাল পরিষেবার সুবিধা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। চিকিৎসকদের সংখ্যা আরও বাড়াতে রাজ্যগুলিকে তিনি আয়ুষ চিকিৎসকদের কাজে লাগানোর সম্ভাবনার কথা বলেন।

সমন্বয়মূলক প্রয়াস গ্রহণের গুরুত্ব এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের ভূমিকা গ্রহনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জেলাস্তরে সংকট মোকাবিলা গোষ্ঠী গঠন এবং নজরদারি আধিকারিক নিয়োগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য স্বীকৃত ল্যাবগুলি থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এর ফলে, জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে তথ্যের সমন্বয় ও বিন্যাস আরও ভাল হবে। ব্যাঙ্কগুলিতে মানুষের ভিড় এড়াতে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার আওতায় সুফলভোগীদের দ্রুত প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সময় বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত --- এই বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে সরকার লকডাউন চলাকালীন সময়ে কিছু ছাড় দিয়েছে। তবে, এটাও মনে রাখতে হবে যে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও তার ওপর নজরদারিও সমান প্রয়োজন। শ্রী মোদী রাজ্যগুলিকে খাদ্য শস্য সংগ্রহের জন্য এপিএমসি বাদে অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম কাজে লাগানোর কথা চিন্তাভাবনা করতে বলেন।

জটিল এই পরিস্থিতিতে তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্ব, নিরন্তর দিশা-নির্দেশ এবং সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেন। লকডাউনের সাহসী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রীরা বলেন, এই প্রয়াস দেশে ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেছে। মুখ্যমন্ত্রীরা সামাজিক দূরত্ব, সন্দেহজনক ব্যক্তিকে চিহ্নিতকরণ, তাঁদের আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোর ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলির কথা উল্লেখ করে নিজামুদ্দিন ধর্মীয় সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোর কথা বলেন। এই পদক্ষেপ কার্যকর করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে করোনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভিডিও কনফারেন্স হয় বৃহস্পতিবার। ছবি-পিআইবি।

সবিনয় নিবেদন

কর্মী সংকট ছাড়াও ক্যামিকেল, কালি ও অন্যান্য সামগ্রীর ভাঁড়ারে টান পড়ায় সাময়িক কালের জন্য 'জাগরণ' সাদাকালোতে ছাপাতে হচ্ছে। বহির্রাজ্য থেকে এইসব সামগ্রীর নিয়মিত যোগান থাকলে আমরা এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারি। সাময়িককালের জন্য রঙিন পত্রিকা প্রকাশ করতে না পারার অক্ষমতার জন্য আমরা পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপন দাতাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। - কর্মাধ্যক্ষ, জাগরণ।

নিজামউদ্দিন থেকে আসা কেউ করোনা সংক্রমিত নন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। দিল্লির নিজামউদ্দিন থেকে রাজ্যে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পাওয়া যায়নি। সেখান থেকে আসা ২৬ জন, সঙ্গে সহযাত্রী ও পারিপার্শ্বকি মিলিয়ে মোট ৭২ জনের পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ সংক্রমিত নন। আজ এক ভিডিও বার্তায় এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন প্রত্যেকের দুই দিন বাদেই পুনরায় পরীক্ষা করা হবে। বিষয়টি পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত।

পাশাপাশি আসামের সঙ্গে যে সীমান্ত রয়েছে তা পুরোপুরি সিল করে দেয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন যেহেতু রাজ্যের পার্শবর্তী জেলা করিমগঞ্জে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ রয়েছে, তাই সেখান থেকে মানুষ আসতে চাইবে। এই সুবিধা যাতে একেবারেই না থাকে, সেজন্য কড়াকড়িভাবে সীমান্ত বন্ধ করে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র পণ্যবাহী গাড়ি ছাড়া অন্য কিছুই আসবে না। তাও পণ্যবাহী গাড়ি গুলোকে পুরোপুরি যাচাই করেই ঢুকতে দেয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা নিয়ম মানবে না তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, জৈন সহ সব ধরনের ধর্মীয় গুরুদের প্রতি আহ্বান জানান যে, তারা যেন নিজস্ব অনুগামীদের প্রতি সংক্রমণ এর বিরুদ্ধে সচেতনতা মূলক বার্তা দেন। সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে এর ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে আহ্বান রাখেন, তারা যেন লকডাউন শেষ হবার পর সরকারের কি করনীয় থাকবে, এ বিষয়ে নিজের মতো করে মতামত প্রদান করেন। এর মধ্য থেকে ১০০ টি গুরুত্বপূর্ণ মতামত গ্রহণ করে রাজ্যের উন্নয়নে কাজে লাগানো হবে। সিএমওতে মেইল করে বা বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকদের মাধ্যমেও রাজ্যবাসী মতামত তুলে ধরতে পারবেন বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মাধ্যমে আগামী দিনে কিভাবে রাজ্য লোকসান থেকে বেরিয়ে আসবে, সেই দিশা পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর করা ভিডিও কনফারেন্সের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে দল মত নির্বিশেষে সবাই একই সুরে কথা বলছে। দেশকে রক্ষা করাই বর্তমান সময়ের প্রাথমিকতা। গোটা দেশ যেভাবে করোনা প্রতিরোধ করে চলেছে, এর জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এছাড়াও ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, আগামী দেড় থেকে দুই মাস পর্যন্ত বিভিন্ন বাজারে যাতে জীবনদায়ী ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে সে বিষয়ে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে যেসব টিউবওয়েলগুলি খারাপ রয়েছে, তা আগামী ৪ তারিখের মধ্যেই সারাই করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এছাড়া শাকসবজি বাজারজাত করার ক্ষেত্রে কৃষকদের যাতে কোন লোকসানের সম্মুখীন হতে না হয়, সে ব্যাপারে দপ্তরকে নজর রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন যে এই সময়ের মধ্যে মানুষের জীবন শৈলীতে দারুন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগে যেখানে জিবি হাসপাতালে প্রতিদিন দেড় হাজারের মতো লোক আসতো, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ৫০০ তে। কারণ সবাই নিজের জায়গায় থেকে কিভাবে নিজেকে সুস্থ্য রাখতে পারবে সেই কৌশল রপ্ত করতে পারছে। এদিন তিনি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি রাজ্যকে করোনা মুক্ত রাখার লড়াইয়ে সবাইকে বাড়িতে থেকেই সরকারকে সাহায্য করার জন্য ফের আহবান রাখেন।

করোনাতঙ্কের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় চিন্তা বাড়ল রাজ্যবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। করোনা সংকটের মাঝে নতুন উপদ্রব ঘূর্ণিঝড়। প্রাক-বর্ষা কালবৈশাখী ঝড়ের প্রভাব দেখা গেছে। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরায় দুপুরে খোয়াই, ধলাই, উত্তর ত্রিপুরা এবং ঊনকোটি জেলায় ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছে। ক্রমশ পশ্চিম জেলার দিকে ওই ঝড় ধেয়ে আসছে। তবে, ঝড়ের প্রভাব সিপাহিজলা, গোমতি এবং দক্ষিণ জেলায় দেখা যাবে না। আজ ও আগামীকাল ওই ঝড়ের প্রভাব দেখা যাবে বলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে।

বিমানবন্দরে অবস্থিত আবহাওয়া দফতরের আধিকারিক আর ফুকন জানিয়েছেন, ২ এবং ৩ এপ্রিল কালবৈশাখীর তাণ্ডব দেখবে ত্রিপুরা। কিছু কিছু স্থানে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব মাঝারি হলেও, কিছু স্থানে তার প্রভাব তীব্র হবে। তিনি বলেন, আজ দুপুরেই খোয়াই, ধলাই, উত্তর ত্রিপুরা এবং ঊনকোটি জেলায় ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছে। পশ্চিম জেলায়ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব দেখা যাবে। সে-ক্ষেত্রে আগরতলায় মারাত্মক প্রভাব দেখা না গেলেও এই জেলার কিছু স্থানে ঘূর্ণিঝড় তীব্র হবে।

তাঁর কথায়, ঘূর্ণিঝড়ের সাথে বৃষ্টিপাতের তেমন সম্ভাবনা নেই। তবে, প্রচণ্ড গতিতে বাতাস বইবে। মূলত, বঙ্গোপসাগরে বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের কারণেই ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে। এতে ক্ষয়ক্ষতি কী পরিমাণ হবে তা অনুমান করা যাচ্ছে না। করোনা ভাইরাসের আতঙ্কের সাথে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ ত্রিপুরাকে গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অগ্রজকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে খুন করল অনুজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২ এপ্রিল।। বড় ভাইকে কুড়াল দিয়ে আঘাত করে হত্যা করল ছোট ভাই। ঘটনাটি ঘটেছে কাঞ্চনপুরের দশদার দক্ষিণ তৈছামা সতীরাম পাড়ায়। বৃহস্পতিবার ভোর তিনটা নাগদ বড় ভাই শুকুরাই রিয়াং (৩৫) আকণ্ঠ মদ্যপান করে বাড়িতে হৈচৈ শুরু করে দেয়। ছোট ভাই বিষ্ণুরাম রিয়াং এর সাথে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয় শুকুরাই রিয়াং। একসময় তাদের বিবাদ চরম আকার ধারণ করে। উত্তেজনার মধ্যেই ছোট ভাই বিষ্ণুরাম রিয়াং কুড়াল দিয়ে বড় ভাই শুকুরাই রিয়াংকে আঘাত করতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বড় ভাই এবং ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান। বৃহস্পতিবার সকালে কাঞ্চনপুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউন ঃ আগরতলায় পুলিশের কঠোর নজরদারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল ।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় সাধারণ জনগণকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে না বের হওয়ার জন্য বারবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও একাংশ জনগণ বের হচ্ছেন। তাতে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে। রাজ্য সরকার নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে আরক্ষা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ করা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা পরিস্থিতি শামাল নিতে না পেরে চোখের জল ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন। ভারত সরকার লকডাউন ঘোষণার মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছে। লকডাউনের নিয়মকানুন সঠিকভাবে মেনে চললে ভারত ভয়ঙ্কর মহামারীর কবল থেকে নিশ্চিতভাবে রক্ষা পাবে। আমাদের রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কোন খবর নেই। পরিস্থিতি শামাল দিতে রাজ্য সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা বারবার লকডাউনের নিয়মকানুন যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নিয়ম রক্ষার বাসন্তী পূজা, মহানবমী উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। বাসন্তী পূজার আজ মহানবমী। আগরতলার দুর্গাবাড়ি মন্দিরে বাসন্তী পূজার আয়োজন করা হয়েছে। তবে শুধুই নিয়ম রক্ষার্থে ওই পূজা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার মন্দিরের প্রধান পুরোহিত জানালেন, প্রধানমন্ত্রী সারা দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করেছেন। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাই লোক সমাগম এড়িয়ে মন্দিরের দরজা বন্ধ রেখে মায়ের পূজা হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, মায়ের আরাধনায় কোনও ত্রুটি রাখা হচ্ছে না। ঐতিহ্যবাহী এই পূজায় এবার শুধু নিয়ম রক্ষা করা হচ্ছে।

এদিন তিনি বলেন, মহানবমী উপলক্ষ্যে আজ সকালে আরতি হয়েছে। তার পর দুপুরে অন্নভোগের পর পূজা সমাপ্ত হয়। সন্ধ্যায় ফের আরতি হবে এবং রাতে লুচি ভোগ লাগিয়ে পূজা সমাপ্ত হবে। তিনি জানান, প্রতিবছর বাসন্তী পূজা ভীষণ জাঁকজমক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ বছর করোনা ভাইরাসের জন্য মন্দিরে লোক সমাগম থেকে আমরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকমাঘাটে বন্য হাতির তান্ডব, তছনছ বাড়ি-ঘর, ফসলের ব্যপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ এপ্রিল ।। করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে গ্রামের মানুষজন যখন ঘরে তখনই বন্য হাতির দল লোকালয়ে এসে হামলা চালিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর সহ কৃষিক্ষেত লন্ডভন্ড করে দিল। এমন ঘটনা বুধবার রাতের কোন এক সময় তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাটের ভূমিহীন কলোনি এলাকায়। চাকমাঘাট ভূমিহীন কলোনিতে বন্য হাতির তাণ্ডবের খবর পৌঁছে দেওয়া হলেও বুধবার রাতে বন কর্মীদের খবর দিলেও ঘটনাস্থলে যায়নি কোন কর্মী। এমনটাই জানাল ক্ষতিগ্রস্তরা।

বুধবার রাতের কোন এক সময় চাকমাঘাটের ভূমিহীন কলোনি এলাকায় বন্যহাতির দল হামলা চালায়। এলাকার বাসিন্দা নিলয় থরি, সিমন মারাক-এর দুই বাড়ির দুটি ঘর ভেঙে ফেলে তাদের চিৎকারে গ্রামের অন্যান্য মানুষজনরা ছুটে এসে পটকা ফাঁটিয়ে নিলয় হরি, সিমন মারাক ও তেরেজা মারাককে ঘর থেকে উদ্ধার করে হাতির কবল থেকে বাঁচায়। গ্রামের মানুষজন বনকর্মীদের খবর দিলেও বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যায়নি বলে অভিযোগ। এছাড়াও বন্যহাতির কৃষিক্ষেত ও নষ্ট করে দেয়।

ক্ষতিগ্রস্তরা জানায়, এমনিতেই করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউন চলছে। ফলে কাজকর্ম নেই। উপরন্তু বন্যহাতির তাণ্ডব। এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে প্রশাসনের কাছে সাহায্য সহায়তা পাওয়ার জন্য আর্জি জানায়।

লকডাউনের মাঝেই মদ বিরোধী অভিযান মহিলাদের, তছনছ চোলাই মদের ঠেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২ এপ্রিল ।। লকডাউন চলাকালেও মদ্যপদের তাণ্ডবে অতিষ্ট বিশালগড়ের লক্ষ্মীবিল এলাকার মা-বোনেরা। বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ মদ বিরোধী অভিযানে শামিল হন প্রমিলা বাহিনী। প্রচুর পরিমাণ মদ উদ্ধার করে নষ্ট করে দেন মহিলারা।

অনেকদিন ধরেই এলাকায় অবৈধভাবে দেশী মদের কারবার চালিয়ে আসছিল কয়েকটি পরিবার। এই মদ এলাকার পড়ুয়া ছোট-বড় সবাই পান করছে। বিশেষ করে মহিলাদের অভিযোগ অনেক স্বামীই রাতে মদ পান করে বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর সাথে সামান্য বিষয় নিয়ে ঝামেলায় লিপ্ত হচ্ছেন। আবার স্বামীকে মদ নিয়ে কিছু বললেই মহিলাদের শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। এই ধারা অব্যাহত। পুলিশকে এর আগে জানালেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কিন্তু বর্তমানে করোনার আতঙ্কে সারা দেশেই চলছে লকডাউন। আবার তাও বলা হয়েছে সকলেই যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে। কারণ এই ভাইরাসটি একজন থেকে আর একজনের উপর আক্রমণ করে। কিন্তু মহিলারা আর সহ্য করতে না পেরে খোদ এলাকার উপপ্রধানের নির্দেশে গ্রামের সব মহিলারা একত্রিত হয়ে ওইসব বাড়িতে অভিযান চালায়।

কিন্তু মহিলারা এদিন সামাজিক দূরত্বের কথাও ভুলে গেছেন। ঘটনা বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা নাগাদ বিশালগড় থানার অধীন পূর্ব লক্ষ্মীবিল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পরে খবর দেওয়া হলে ছুটে যায় বিশালগড় থানার পুলিশও। জানা গেছে, এদিন পূর্ব লক্ষ্মীবিলের শিবটিলা ও পালপাড়ার দুটি গ্রামের কয়েকটি বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে দেশি মদ উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেন মহিলারা। কিন্তু কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনায় দুই বাইক আরোহী গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দুজন। বৃহস্পতিবার কল্যাণপুর থানা এলাকার উপজাতি জনপদ গড়িয়া দফাদার রাস্তায় দুই বাইকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে আহত দুই যুবকের নাম অলিক দেববর্মা ও অনিমেষ দেববর্মা।

দুজনকেই আহত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কল্যাণপুর হাসপাতালে। তাদের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় সাথে সাথেই খোয়াই জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয় কল্যাণপুর থেকে। জানা গিয়েছে দুই যুবকের, মাথা, পা, হাত, বুকে আঘাত মারাত্মক। কল্যাণপুর থানার পুলিশ দূর্ঘটনার একটি মামলা নিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন মাত্রাতিরিক্ত গতিতে ছিল বাইক দুটি।

করোনা ঃ অসম ত্রিপুরা সীমান্ত সিল করে দেয়ার পাশাপাশি কঠোর নজরদারী মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ১৭২ ◻ ৩ এপ্রিল ২০২০ ইং ◻ ২০ চৈত্র ◻ শুক্রবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নিজামুদ্দিন নতুন সমস্যা

তথ্য গোপন করিয়া যাহারা মারণব্যাধি নিয়া লুকোচুরি খেলিতেছেন বা খেলিয়াছেন তাহারা কি মানুষ? মনুষ্য পদবাচ্য হিসাবে ভাবা যায়? করোনা ভাইরাসে ত্রিপুরা এখন পর্য্যন্ত মুক্ত আছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু, তলে তলে কী সর্বনাশ হইয়া যাইতেছে তাহা কে বলিতে পারে। কান্ডজ্ঞান হারা মানুষই এই মারণ ব্যাধি ছড়ানোয় মুখ্য ভূমিকায় আছে। দিল্লীর নিজামুদ্দিন মরকজে অংশগ্রহণকারীরা যে ভয়ানক কান্ড বাঁধাইতে বসিয়াছেন তাহা ভাবিলেও হৃদয় কম্পিত হইবে। অন্ধ্রপ্রদেশে এক ব্যক্তির দেহে করোনা সংগ্রমণ ধরা পড়ে। খোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে তিনি নিজামুদ্দিন মরকজে ধর্মীয় সম্মেলনে যোগ দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তখনই টনক নড়ে ত্রিপুরার। দেখা যায় রাজ্যের ছাব্বিশ জন নিজামুদ্দিন মরকজে ধর্মীয় সম্মেলন সারিয়া ত্রিপুরায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তখনই শুরু হয় খোঁজ খবর নেওয়া। কি করিয়া দিল্লীর নিজামুদ্দিন মরকজে তবলীগ-ই-জামাতের মসজিদে এমন ধর্মীয় সম্মেলন বিনা বাধায় সম্পন্ন হইয়া গেল? এই বিষয় নিয়া কেন্দ্রের দিকে অনেকেই আঙুল তুলিয়াছেন। ত্রিপুরার ২৬ জনের খোঁজে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা। বুধবার সারা দিনে ত্রিপুরায় ২৬ জনকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিয়া তুলিয়াছে। দিল্লীর নিজামুদ্দিনে তবলিগ-ই-জামাতের মসজিদে কি করিয়া দুই হাজার লোকের জমায়েত হইয়া গেল তাহাই বিস্ময়ের। সরকারী সূত্রেই জানা গিয়াছে দিল্লীর নিজামুদ্দিনে একটি মসজিদে জমা হইয়াছিল। সেখানে অংশগ্রহণকারী অনেকেই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হইয়াছেন।

আসলে জনসচেতনতা সত্বেও নিজেদের দূর্বলতাগুলি লুকাইয়া রাখিবার ঘটনা তো বিপজ্জনক। সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে, অনেক ডাক্তার নামধারীরা তথ্য গোপন করিয়া প্রশাসনকে বোকা বানাইতে চেষ্টা করেন। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে, একশ্রেণীর স্বার্থপর চিকিৎসক লোকলজ্জা এবং গৃহবন্দী থাকিবার ভয়ে নিজেদের পরিবারের সত্য গোপন করিয়াছেন প্রশাসনের কাছে। এমন দুইজন ডাক্তার পরিবারকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। দিল্লীর নিজামুদ্দিন হইতে রাজ্যে ২৬ জন যে বিমানে রাজ্যে আসিয়াছিলেন সেই একই বিমানে আসেন কয়েকজন ডাক্তার। তাহারা বহির্রাজ্য হইতে আসিলেও প্রশাসনকে তাহা অবগত করেন নাই। এই ডাক্তাররা বাড়ীতে না থাকিয়া অবাধে মেলামেশা করিতেন। নিজামুদ্দিনের ঘটনা জানাইয়া প্রশাসন হইতে বিজ্ঞপ্তি জারী করিলেও এইসব চিকিৎসকরা পাত্তা দেন নাই। এইভাবে তথ্য গোপনের ক্ষেত্রে যদি চিকিৎসকরা যুক্ত থাকেন তাহা হইলে মানুষ কোথায় দাঁড়াইবে? একথা ঠিক দেশ শুধু নয় গোটা বিশ্ব আজ কম্পিত। লকডাউনের কল্যাণে, মারণ ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা তো আজ সর্বস্ব হারাইতে বসিয়াছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভয়ংকর পরিণতির চাইতেও আরও বেশী বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আমরা বুক চাপড়াইতেছি।

এত ত্যাগ তিতিক্ষার নজীর যে দেশ দেখাইতে পারে সেই দেশ করোনাকে জয় করিবেই। কিন্তু, যাহারা ডাক্তার তাহারাই যদি তথ্য গোপন করে সেখানে যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা তো তলাইয়া যাইবে। আসলে, আমাদের ভয় দীর্ঘতর হইতে বাধ্য। তাহাদের মধ্যে করোনা আক্রান্ত মানুষ আছেন কিনা, তাহার সম্পর্কে পর্য্যাপ্ত তথ্য নিয়াই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হইবে। যাহারা তথ্য গোপন করিয়া যুদ্ধ জয়ের স্বপ্ন দেখেন তাহারা আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগিতেছেন। তাহারা ভন্ড, দেশের জনগণের শত্রু। তাহাদের বিরুদ্ধে জোর যুদ্ধ জারী না রাখিলে আসল যুদ্ধে জয়ী হওয়া কঠিন হইবে।

করোনার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দুর্বল করেছে তবলীগী জামাত

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

অমুসলমানদের ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত করতে এবং প্রকৃত ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার নামে মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদি হওয়ার শিক্ষা প্রদানকারী তবলীগী জামাত করোনা ভাইরাস এর বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিরোধকে ব্যাপক আকারে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। দেশকে একটা বড় সমস্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে এই তবলীগী জামাত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে দেশ কি করে বেরিয়ে আসবে। একদিকে যখন মক্কা, মদিনা, কাবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। খ্রিস্টানদের ভার্টিকানো যখন বন্ধ। মন্দির বন্ধ। তখন দিল্লির নিজামুদ্দিন দেশ-বিদেশ থেকে আসা মৌলবীরা জমায়েত করে জলসা করছে।

প্রধানমন্ত্রীর আহবানকে দেওয়া হল না গুরুত্ব

প্রধানমন্ত্রীর আহবানকে কেন পাত্তা দেওয়া হলো না যখন ভারত সহ গোটা বিশ্বে করোনার জেরে লকডাউন চলছে। তখন এরা নির্লজ্জের মত জমায়েত করছে। এর পেছনে কি চক্রান্ত কাজ করছে তা দেখা জরুরী। দেশে যখন লকডাউন এর পরিস্থিতি চলছে তখন মৌলবীদের এককাট্টা করে জমায়েত করা হচ্ছে। এই জমায়েতে বিদেশীদের উপস্থিতিও সন্দেহজনক। প্রধানমন্ত্রীর আহবানে প্রথমে জনতা কার্ফু ও পরে লকডাউনেও এদের সম্বিৎ ফেরেনি। করোনা ভাইরাস এর সংক্রামন চক্র ভাঙার জন্য প্রধানমন্ত্রী দুই দফায় দেশবাসীর কাছে আহ্বান করেছিলেন বাড়ির মধ্যে থাকার জন্য। এর আগে ভারতের কোন প্রধানমন্ত্রী হাতজোড় করে এইভাবে কোন আহ্বান করেন নি। এখন জানা যাচ্ছে তবলীগী জামাতে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের অনেকেরই শরীরে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন আবার মারা গিয়েছে। একবার ভেবে দেখুন যারা নিজেরা করোনা আক্রান্ত তারা কতজনকে এই ভাইরাসের মাধ্যমে সংক্রমিত করেছে। জামাতে ১২ হাজার জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু এসেছে আট হাজার। এর কারণ কিছু মানুষ নিজের জীবনকে বাঁচানোকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

দিল্লির নিজামুদ্দিন এ অবস্থিত মরকজ থেকে দেশের বিভিন্ন ছোট ও বড়ো শহরে জামাতের সঙ্গে যুক্ত কুর্তা, পায়জামা পরা মানুষদের সাত, আট থেকে ১৫ জনের ছোট ছোট দলগুলি আসা-যাওয়া করতে দেখেছেন। ছোট পায়জামা, লম্বা কুর্তা, বড় দাড়ি এবং বিশেষভাবে কামানো গোঁফ এদের পরিচয় বহন করে থাকে। এদের হাতে থলেও থাকে। এদের দেখলে মনে হয় এরা এখনও অন্ধকার যুগে বসবাস করছে। তবলীগী উলেমা দাবি করে থাকে যে ইসলামে সঠিক পথে চলার জন্য এরা দিশা দেখায়। এরা যেখানেই যায় সেখানকার মসজিদে থেকে যায়। এটাও দাবি করে থাকে যে এদের সংগঠন পৃথিবীর দেড়শো টি দেশে রয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জেরে রাশিয়া ও কাজাকিস্তান এই সংগঠনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই সংগঠন দাবি করে থাকে যে এদের ১২ কোটি সদস্য রয়েছে। আপনারা শুনে হয়রান হবেন যে এদের কোন ওয়েবসাইট বা পত্র-পত্রিকা নেই।

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দেশ বিরোধী কাজ

আসলে তবলীগী জামায়াতের ইতিহাসই অত্যন্ত সন্দেহজনক। আল কায়দার মতো সংগঠনকে সহায়তা করা এবং এর সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেওয়ার গুরুতর অভিযোগের মুখোমুখি হয়ে আসছেন এই সংগঠন। জঙ্গি হাফিজ সইদ প্রায় দু " বছর আগে হরিয়ানার পালওয়ালের একটি মসজিদে ফালাহ-ই-ইনসানিয়াত ফাউন্ডেশনের কাছে অর্থ পাওনার অভিযোগের পরে তবলীগী জামায়াত গোয়েন্দা সংস্থার নজরে আসে। কখনও কখনও আমরা আফসোস করি যে এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে যখন দেশবিরোধী উপাদানগুলি সক্রিয় রয়েছে এবং সরকারগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে ভোট ব্যাংকের রাজনীতির বিষয়ে অজ্ঞ থাকে।

নিজামুদ্দিন মকরজ যা ঘটেছিল তার ভিত্তিতে দিল্লি পুলিশ তবলিগী জামাতের প্রমুখ মৌলানা সাদের বিরুদ্ধে আইপিসি ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ১২০ বি ধারায় মামলা রুজু করেছে। সরকারের আদেশ না মানার জন্য পুলিশ এই নির্দেশ জারি করেছে। সরকারি নির্দেশিকা ছিল যে সেখানে ভিড় করা যাবে না। কিন্তু সেই নির্দেশিকা অমান্য করেই বিশাল জমায়েত করা হয়। মৌলানা সাদ মুসলমানদের বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর আর্জি মানলেও চলবে। তিনি আরো বলেছিলেন, যদি করোনায় মরতেই হয় তবে মুসলমানদের উচিত মসজিদের মধ্যে এসে মৃত্যুবরণ করা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে দারুল উলুম দেওবন্দও তবলীগী জামাতের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ এনেছে। তারা অভিযোগ এনেছে যে মৌলানা সাদ ইসলামের শরীয়তী আইনের অপব্যাখ্যা করে চলেছেন।

করোনা ভাইরাসের কারণে তবলীগী জমায়েতের আসল চেহারাটা বেরিয়ে এসেছে। এখন দেশ জানতে পারছে এরা কারা। এদের বৈঠককে একাধিক রাষ্ট্র সহযোগিতা করে থাকে। এরা চায় গোটা বিশ্ব সেই সময় ফিরে যাক যখন ইসলাম ধর্মের জন্ম হয়েছিল। আধুনিক সমাজব্যবস্থার পরিপন্থী এরা।এরা ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। এই সংগঠন সুফি ভাবধারার বিরোধী। এরা কখনো কোন সুফি ফকিরের দরগায় যায় না। নিজামুদ্দিন এ আমির খুসরো র দরগা আছে। কিন্তু তবলীগী জামাতের কোন সদস্য সেখানে যায় না। এরা গঙ্গা-যমুনা সংস্কৃতিকে ঘৃণা করে। মুসলমানদের কট্টর বানাতে সদা তৎপর এরা। তাবলীগী জামাত একটা বিপদজনক কারখানায় পরিণত করেছে নিজেদের। এই বিষাক্ত ভাবধারার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে দেশকে। নিজামুদ্দিন এ ৩০ বছর কাটিয়ে যাওয়া বিবিসির সাংবাদিক মার্ক হলি বলেছিলেন বৈচিত্রের মধ্যে একতা নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি কিভাবে উঠে এসেছে তা দেখতে হলে এ দেশে আসতে হবে। তাই ভারতের মতন বহুত্ববাদী দেশে তবলীগ জামায়াতের কোন স্থান হওয়া উচিত নয়। তবলীগী জামাতের বিরুদ্ধে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমানদের এগিয়ে আসতে হবে। সময়ের চাহিদা মেনে এই মানবতা বিরোধী সংগঠনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও এরা যেভাবে কাজ করে চলেছে তার থেকে এটা স্পষ্ট যে এদের লক্ষ্য সৎ নয়। এদের সংশোধন করতে হবে নয়তো নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।(লেখক বরিষ্ঠ সম্পাদক ও কলম্নিস্ট)

রায়গঞ্জে দলের কর্মীদের নিয়ে মাস্ক বিতরণ করলেন সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী

রায়গঞ্জ, ২ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে লকডাউন শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় রায়গঞ্জ শহরের বাসিন্দাদের সচেতন করতে দলের কর্মীদের নিয়ে মাস্ক বিতরণ করলেন রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী।

লকডাউন সফল করতে স্থানীয়ভাবে প্রচার করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে এবার সেই কাজ করেন দেবশ্রী চৌধুরী নিজে। উত্তর দিনাজপুর জেলায় সচেতনতামূলক প্রচার করেন। সকলকে নির্দিষ্ট সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে পরামর্শ দেন। তিনি নিজেও দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কর্মসূচি পালনের চেষ্টা করেন। বৃহস্পতিবার তিনি রায়গঞ্জ শহরের প্রধান রাস্তায় চলাচলকারী সাধারণ মানুষকে নিজে হাতে মাস্ক পরিয়ে দেন। তাঁদের ঘর থেকে বের না হওয়ার আবেদন করেন। এর পাশাপাশি বিজেপির পক্ষ থেকে মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে লকডাউনের সময় বাড়ি থেকে অকারণ বের না হতে অনুরোধ করা হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী বলেন, "জেলা প্রশাসনের নজরে রাখা উচিত যেসব মানুষ বিনা কারণে রাস্তায় বেরিয়েছেন তাঁদের সচেতন করে ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করা।" মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়ে দিয়েছেন যে ১৪ এপ্রিলের পরে লক ডাউন উঠে গেলেও লোকজনকে সতর্ক থাকতে হবে।

বেকবাগানে লকডাউন অমান্য, কড়া পুলিশ

কলকাতা,২ এপ্রিল (হি স):করোনা সংক্রমণ এড়াতে কলকাতায় চলছে লকডাউন।প্রশাসনের তরফে বলা হচ্ছে জরুরী পরিষেবা ছাড়া ঘরের বাইরে না বের হতে। কিন্তু সেই কথাকে উপেক্ষা করে অনেকেই বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়। আর এবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে দেখা গেল অনেককেই। এরকমই ছবি ধরা পরল বেগবাগানে।আর কারণ ছাড়া রাস্তায় বেরোলেই করা ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ। রাস্তায় বেরোনোর যথাযথ কারণ না দেখাতে পারলেই নেওয়া হচ্ছে ব্যবস্থা। বেকবাগান কোয়েস্ট মল এর সামনে অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে প্রতিটি গাড়ির চলছে চেকিং। কেন বেরিয়েছে তা জানতে চাইছে কলকাতা পুলিশ।তাদের থেকে জানা হচ্ছে বেরোনোর কারন কি।আর খতিয়ে দেখার পর যখন দেখা যাচ্ছে যারা সরকারের নির্দেশ অমান্য করে রাস্তায় বেরিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কেসও দিচ্ছেন পুলিশ। লকডাউন সত্ত্বেও এখনও বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বেরোলেই কড়া ব্যবস্থা নেবে কলকাতা পুলিশ।

ওড়িশা ফেরত পরিযায়ী শ্রমিকের দল বুদবুদের রনডিহায়

দুর্গাপুর, ২ এপ্রিল(হি.স.) : রুজির টানে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়েছিল। করোনার জেরে লকডাউনে ঘরে ফিরতে গিয়ে বিপাকে পড়ছে পরিযায়ী শ্রমিকের দল। কোয়ারেন্টাইনের ভয়ে সদর সড়ক ছেড়ে ঘুরপথে পশ্চিম বর্ধমানের রনডিহায় এসে পৌঁছল বীরভুমের একদল পরিযায়ী শ্রমিক । ক্ষণিকের বিশ্রামে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার স্থানীয় যুবকদের সহায়তায় জুটল খাবার ওআর্থিক সহায়তা।

সপ্তাহখানেক ধরে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে লকডাউন। তার জেরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কর্মহীন শ্রমিকরা এখন বাড়ীমুখো। যাতায়াত সাহারা না থাকায় পা হেঁটে ফিরছে মহারাস্ট্র, চেন্নাই, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশে থাকা শ্রমিকরা। সদর রাস্তা, রেললাইন ধরে যেমন ফিরছে। তেমনই কোয়ারেন্টাইন আটকে থাকার ভয়ে ঘুরপথে অনেকে ফিরছে। এরকমই জনা দশেক বীরভুমের মুরারাইয়ের একদল শ্রমিক ওড়িশা থেকে ফেরার পথে রনডিহায় বাধা পায়। সেখানে জলাধার সংলগ্ন এলাকায় ক্ষনিকের বিশ্রাম নেয়। অভুক্ত থাকায় স্থানীয় একদল যুবক তাদের চপ, মুড়ি খাবারের ব্যাবস্থা করে। এমনকি হাত খরচের জন্য অর্থ সাহায্য করে।

হিংসা ভুলে করোনা মোকাবিলায় রাজ্যের পাশে দাঁড়াতে চায় দমদম সংশোধনাগারের বন্দীরা

কলকাতা, ২এপ্রিল (হি স): রাজ্যের করোনা ত্রাণ তহবিলে নিজেদের সাধ্যমত অনুদান দিচ্ছেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ। এবার সেই অনুদান দেওয়ার তালিকা যোগ হতে চলেছে দমদম সংশোধনাগারের বন্দীদের নাম। শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি এটাই। সপ্তাহ খানেক আগের হিংসা ভুলে রাজ্যের পাশে দাঁড়াতে চায় তারাও। বিগত কয়েক সপ্তাহ আগের ঘটনা।

করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে দমদম সংশোধনাগারের বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছিল না তাদের পরিজনদের। এমনকি বিচারাধীন বন্দীদের মামলাও তোলা হচ্ছিল না আদালতে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে দমদম সংশোধনাগারে খণ্ডযুদ্ধ বন্দী কারা কর্মীদের মধ্যে। ঘটনায় গুলি গোলাও চলে। আহত এবং নিহতের খবর আসে প্রকাশ্যে। এই ঘটনার ঠিক সপ্তাহখানেক পরেই ধরা পড়ে এক অন্য ছবি। হিংসা ভুলে গিয়ে এবার করোনা মোকাবিলায় রাজ্যের পাশে দাঁড়াতে চায় দমদম সংশোধনাগার বন্দীরা। নিজেদের সাধ্যমত অনুদান দিতে চাই মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। এই ভাবনার কথা তারা ইতিমধ্যেই জেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে। শুরু হয়েছে টাকা তোলার কাজ।

এই প্রসঙ্গে কারা বিভাগের এডিজি পীযূষ পান্ডে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ সাহায্যের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দমদম সংশোধনাগারের বন্দীরা । সেই বিষয়ে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট আবেদনও জানিয়েছে । তবে কত টাকা তারা দেবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি । দু-একদিনের মধ্যেই তা চূড়ান্ত হয়ে যাবে ।'

কারামন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, 'কয়েকটি জেলের বন্দীরা তাঁদের নিজস্ব রোজগারের টাকা থেকে ওই অর্থ সাহায্য করছেন। এই বিষয়ে তাঁরা আবেদন জানিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে।' পুরো বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন বলে জানান মন্ত্রী। একই সঙ্গে বন্দীদের পক্ষ থেকে অনুদানের বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য বলেই মত তার। এর ফলে রাজ্যের বন্দীদের সংশোধনের প্রক্রিয়া তা কিছুটা হলেও সার্থক বলেই মনে করছেন তিনি।

দক্ষিণ শালমারায় আগুন, অগ্নিদগ্ধ ১৪ বছরের কিশোর, ভস্মীভূত দুটি বসতঘর

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ২ এপ্রিল (হি.স.) : সারা দেশ লকডাউনের আওতায়। এরই মধ্যে নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারার সুখচর গ্রামে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। মৃত্যুর খবর নেই। তবে আগুনে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে নুরুল হক নামের ১৪ বছরের এক কিশোর।

বুধবার মধ্যরাতে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গিয়েছে গ্রামের জনৈক রহমান আলির ছেলে আবু বক্কর সিদ্দিকির দুটি বসতঘর। গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে আবু বক্করের ১৪ বছরের ছেলে নুরুল হক। তাকে গোয়ালপাড়া সোলেস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাড়া প্রতিবেশীর চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে কীভাবে আগুন লেগেছে তা এখনও জানা যায়নি। প্রায় ৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি আগুনে নষ্ট হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। পরিবারের ঘরের ভিতরে যাবতীয় নথিপত্র আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। আগুন লাগার কারণ খুঁজে বের করতে তদন্তে নেমেছে সুখচর থানার পুলিশ।

এদিকে অগ্নিদগ্ধ নুরুলের চিকিৎসা চালিয়ে নিতে পরিবারের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব রয়েছে বলে পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন। উপায়হীন হয়ে তারা সরকারের কাছে অর্থ সাহায্য চাইছেন।

প্রাপ্যের চেয়ে কম পরিমাণে রেশন দেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ আলিপুরদুয়ারে

বীরপাড়া, ২ এপ্রিল (হি. স.) : রেশন বিলি নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ও ফালাকাটার বিভিন্ন রেশন দোকানে বৃহস্পতিবারও ক্ষোভ অব্যাহত রইল। মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনার এমএলএ হাট, রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি, ইসলামাবাদ, ফালাকাটার বেলতলী ভাণ্ডানী সহ বিভিন্ন রেশন দোকানে প্রাপ্যের চেয়ে কম পরিমাণে রেশন দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উপভোক্তাদের।

ডাঙ্গাপাড়ার সুধীর রায় বলেন, "নির্দেশিকা অনুযায়ী পরিমাণমতো রেশন পাচ্ছি না।" আবার, অনেক জায়গাতেই আতপ চাল বিলি নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন উপভোক্তারা। রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তণ উপপ্রধান সুভাষ কার্জি বলেন, "সরকারি নির্দেশিকা স্পষ্টভাবে জানানো হোক যাতে কোনও ভুল বোঝাবুঝি না হয়। মানুষ যেন তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না হয়।"

ঝাড়গ্রামে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘাটনায় চাঞ্চল্য ঝাড়্গামে

ঝাড়্গাম, ২ এপ্রিল (হি. স.) : এক গৃহবধর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘাটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ঝাড়্গাম শহরে। এই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী ও তার শ্বাশুড়িকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে তার শ্বশুর ও এক মাসি পলাতক রয়েছে বলে পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে। বুধবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়্গাম শহরের কেশবডিহি এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে মৃত ওই গৃহবধুর নাম তিয়াশা রায় (২১)। ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে কেশবডিহির বাসিন্দা পেশায় গাড়ি চালক অমিত রায়ের সাথে বাঁধগোড়া গ্রামের তিয়াশা রায় প্রেম ভালোবাসা করে বিয়ে করেন। অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে তার শ্বশুর বাড়ির লোক জনেরা তিয়াশাকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে নির্যাতন চালাত। বুধবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় তিয়াশাকে দেখতে পান। এরপর তার শ্বশুর বাড়ির লোকজনেরা দ্রুত তাঁকে নামিয়ে ঝাড়্গাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ পুলিশকে খবর না দিয়ে এবং প্রতিবেশিরা আসার আগেই তাঁকে ফাঁস থেকে নামিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের লোকজনেরা। এরপর প্রতিবেশীরা ঝাড়্গাম থানায় ও তিয়াশার বাবার বাড়িতে খবর দেন। পরে মেয়ের বাবা খবর পেয়ে ঝাড়্গাম থানায় অমিত রায়ের পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।। পুলিশ এই অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী অমিত রায় ও শ্বাশুড়ি প্রতিমা মাইতিকে গ্রেফতার করেছে।বৃহস্পতিবার ধৃতদের ঝাড়্গাম আদালতে তোলা হলে বিচারক অমিত রায়ের ৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এবং শ্বাশুড়ি প্রতিমা রায়কে জেলা হেপাজতের নির্দেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক মাসের বেতন দান করলেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২এপ্রিল (হি স): এবার করোনা মোকাবেলায় এগিয়ে এলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান করলেন দিলীপ ঘোষ। এক লক্ষ টাকা দান করেন তিনি। নিজের এক মাসের বেতন হিসেবে এই টাকা দান করেছেন বলে জানান দীলিপবাবু।

রাজ্য বিজেপির তরফে জানানো হয়, মূলত রাজ্যে ও বিশেষ করে জেলায় প্রশাসন যাতে সুচিকিৎসা, সাবধানতা অবলম্বন করে সেই দিকে নজর দিতেই এই অনুদান। করোনা মোকাবেলায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিজেপির বহু নেতা মন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সামর্থ মত অনুদান দিয়েছেন তারা। করোনা আক্রান্তদের আর্থিক অনুদান করেছিলেন বাবুল সুপ্রিয় ও লকেট চট্টোপাধ্যায় সহ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়।

পরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন লোকসভার সদস্য সৌমিত্র খান, পুরুলিয়া লোকসভার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, ঝাড়গ্রামের কুনার হেমব্রম, বালুরঘাটের (দক্ষিণ দিনাজপুর) সাংসদ সুকান্ত মজুমদার, দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা তামাং।

লোকসভার সদস্য সৌমিত্র খান ৮০ লক্ষ টাকা তাঁর সাংসদ তহবিল (এমপিল্যাড) থেকে বরাদ্দ করেছেন। এর মধ্যে আছে বিষ্ণুপুর ব্লকের রাধানগর প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, পাত্রসায়ের ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইন্দাস ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং সোনামুখী ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য একটি করে উঁচু ছাদের টাটা উইঙ্গার ট্রমা অ্যাম্বুলেন্স। প্রতিটির মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া বিষ্ণুপুর ব্লকে মাস্ক, স্যানিটাইজার এবং পরীক্ষার কিটের জন্য আরও ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন তিনি। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে এটি দ্রুত রূপায়িত করতে বলেছেন সৌমিত্রবাবু।

পুরুলিয়া লোকসভার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো ৫০ লক্ষ টাকা এবং ঝাড়গ্রামের কুনার হেমব্রম ৫০ লক্ষ টাকা দেন। বালুরঘাটের (দক্ষিণ দিনাজপুর) সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন এমপিল্যাড থেকে।

বিজেপি সূত্রে জানানো হয়, তাঁরা সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের এই আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। এ ছাড়াও, দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা তামাং গরিব পাহাড়ি বাসিন্দাদের জন্য পাঁচ হাজার মাস্ক এবং প্রায় ৫০০ স্যানিটাইজার বিলি করছেন। দেশজুড়ে তথা রাজ্যে করোনার থাবায় নাজেহাল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের সাহায্যের ও সুচিকিৎসার কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপগুলি নিচ্ছেন বিজেপি সাংসদেরা।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি স):করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রাণ তহবিলের ব্যবস্থা করেছেন। কিছুদিন আগে ভিডিও কনফারেন্স করে রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কিছু হলেও অনুদান দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এবার সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে রাজ্যের ত্রাণ তহবিলে অনুদান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের।

জানা যাচ্ছে,বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাদের তহবিল থেকে ২২ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে। তাছাড়াওবিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ৩০ লক্ষ, রাজ্য বিএড বিশ্ববিদ্যালয় ১০ লক্ষ ও পুরুলিয়া সিধু কানহু বিশ্ববিদ্যালয় ১০ লক্ষ অনুদান দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, "এই আর্থিক অনুদান মুখ্যমন্ত্রীর লড়াইকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করবে"।

পশ্চিম বর্ধমানে ৩৫ জন তওয়াবি লিগ জামাতকে হজ হাউসে পাঠানো হল

দুর্গাপুর, ২ এপ্রিল (হি. স.) : কলকাতার বিধাননগর হজ হাউসে পাঠানো হল পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের তওয়াবি লিগ জামাতের ৩৫ জনকে। সেখানে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে।

দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসন সুত্রে জানা গেছে, মহকুমায় সরকারিভাবে কোয়ারেন্টাইনে রাখা আছে ৩৫৯ জনকে। মুলত পরিযায়ী শ্রমিক তারা। গলসী-১ নং ব্লক বিডিও বিনয় কুমার মন্ডল জানান,' ব্লকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে ১৩৩৫ জন। প্রত্যেকের বাড়িতে নোটিশ টাঙানো হয়েছে। বাইরে যাতে ঘোরাফেরা না করে তার জন্য নজরদারি রাখা হয়েছে। এছাড়াও বুদবুদের বাইপাসে একটি কলেজকে আপৎকালীন কোয়ারেন্টাইনের কাজে ব্যাবহারের জন্য পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে।' এসিপি শ্বাশতী শ্বেতা সামন্ত জানান,' রনডিহা দিয়ে একদল পরিযায়ী শ্রমিক নদীর এপারে আসার খবর পেয়েছি। নজরদারি চলছে।'

এভাবে চললে করোনা আটকানো যাবেনা : দিলীপ

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি স): "করোনা কাটায় আতঙ্কে কাটছে শহরবাসী। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার সল্টলেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে "এভাবে চললে করোনা আটকানো যাবেনা" রাজ্যের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু আরও বলেন, " করোনার তথ্য লুকানোর চেষ্টা করছে রাজ্য।মৃত্যু নিয়ে খেলা করছে রাজ্য সরকার। যারা চিকিৎসা করছে ,স্বাস্থ্যকর্মী তাদের উপযুক্ত সামগ্রী নেই। আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে বিভিন্ন জায়গায় নার্সরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। বিভিন্ন বিষয় চাপা দেওয়ার চেষ্টাও চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। এভাবে চললে করোনা আটকানো যাবেনা। সরকার স্বীকার করতে চাইছে না ।এভাবে চললে খুবই মুশকিল"।

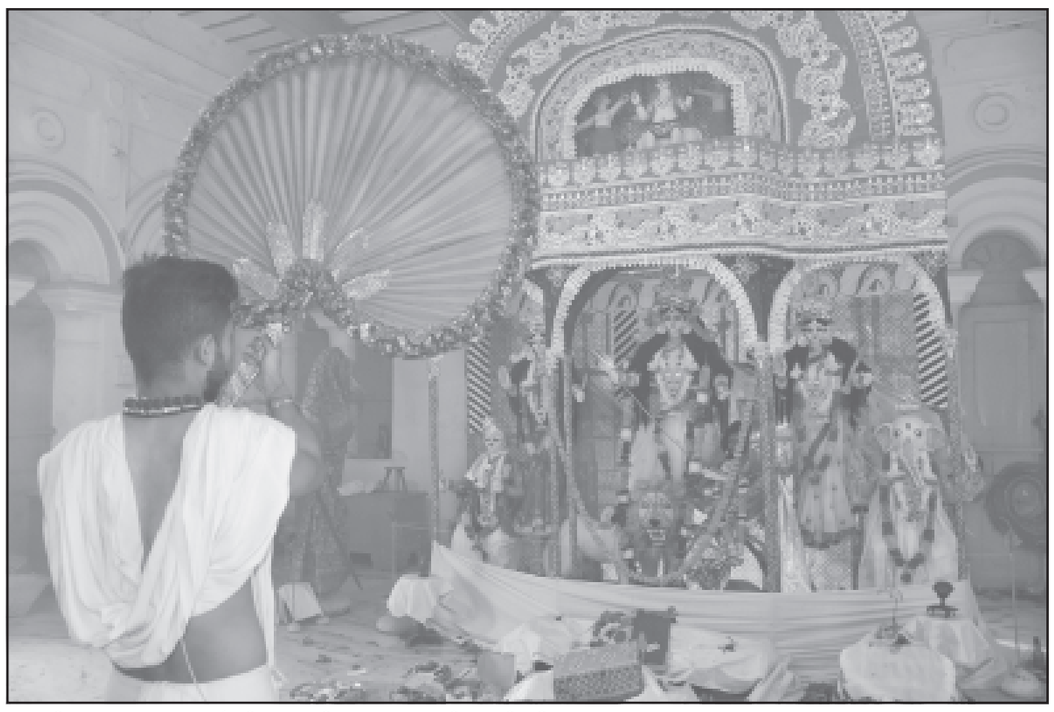

বৃহস্পতিবার আগরতলার দুর্গাবাড়িতে বাসন্তি পুজায় মহানবমি। ছবি- নিজস্ব।

লকডাউনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রী ও অন্যান্য পণ্য নিয়ে হাওড়া আসছে একাধিক ট্রেন

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রী ও অন্যান্য পণ্য পরিবহণে বড় ভূমিকা নিচ্ছে ভারতীয় রেল। লকডাউনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রী ও অন্যান্য পণ্য নিয়ে হাওড়া আসছে একাধিক পণ্যবাহী ট্রেন ।

কোভিড-১৯ লকডাউন চলাকালীন সময়ে ভারতীয় রেল সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে অত্যাবশ্যক সামগ্রী ও অন্যান্য পণ্য পরিবহণে নিরন্তর পণ্যবাহী ট্রেন পরিষেবা দিয়ে চলেছে।

ভারতীয় রেল ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্নপ্রান্তে পণ্যবাহী ট্রেনের মাধ্যমে অত্যাবশ্যক সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে। রেলের এই উদ্যোগের ফলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রীর চাহিদা পূরণ করা যেমন সম্ভব হচ্ছে, তেমনই একবারে বিপুল পরিমাণ সামগ্রী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ভারতীয় রেল দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে ৩০টি বিশেষ পণ্যবাহী ট্রেন পাঠিয়েছে। এর মধ্যে আমেদাবাদের কাছে কাঁকাড়িয়া থেকে গুঁড়ো দুধ নিয়ে একটি পণ্যবাহী ট্রেন হাওড়া সাঁকড়াইলে আসছে। এছাড়াও, বেঙ্গালুরুর কাছে যশবন্তপুর থেকে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী নিয়ে আরও একটি ট্রেন হাওড়ায় এসে পৌঁছবে। এই ট্রেন দুটি ছাড়াও নতুন দিল্লি থেকে হাওড়া পর্যন্ত আরও একটি ট্রেন বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী নিয়ে আসছে। রেল কর্মীদের অসাধারণ কর্তব্যবোধে উৎসাহিত হয়ে জোনাল রেলগুলি গত ৩১শে মার্চ থেকেই পণ্যবাহী ট্রেন পরিষেবায় সময়সূচি চালু করেছে।

দিল্লি-হাওড়া এবং যশবন্তপুর-হাওড়া (চেন্নাই হয়ে) রুটের বিশেষ পণ্যবাহী ট্রেনগুলি সপ্তাহে দু'বার করে, সেকেন্দ্রাবাদ-হাওড়া এবং সাঁকড়াইল-গুয়াহাটি রুটে পণ্যবাহী বিশেষ ট্রেনগুলি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে চলবে। এছাড়াও, আমেদাবাদের কাঁকাড়িয়া থেকে সাঁকরাইল পর্যন্ত এবং কল্যাণ থেকে সাঁকরাইল পর্যন্ত পণ্যবাহী ট্রেনগুলি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে চলবে।

কোভিড-১৯ লকডাউন চলাকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ ও যোগান দ্রুততর করতে ভারতীয় রেল আরও কিছু রুটে পণ্যবাহী ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করছে। বিশেষ পণ্যবাহী এই ট্রেনগুলির পরিষেবা চাহিদার ভিত্তিতে স্থির হবে। রাজ্যগুলির মধ্যে স্বল্প দূরত্বে পরিবহণের চাহিদা পূরণে জোনাল রেলগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করে চলেছে। এছাড়াও, জোনাল রেলগুলি বিজ্ঞাপন প্রকাশ সহ যোগাযোগ স্থাপনের অন্যান্য মাধ্যমের সাহায্যে সম্ভাবনাময় রেল ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে।

কোভিড-১৯ আক্রান্ত অসমের ১৬ জনের শারীরিক অবস্থা এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত অসমের ১৬ জনের শারীরিক অবস্থা এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক। গোলাঘাট অসামরিক হাসপাতালে ৮, গোয়ালপাড়া অসামরিক হাসপাতালে ৩ জন আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন। এছাড়া গুয়াহাটি এবং শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতলে যে সকল রোগী চিকিৎসাধীন তারা সকলেই স্থিতিশীল, জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নতুন ৫৪টি আইসিইউ শয্যাবিশিষ্ট নতুন ভবনের উদ্বোধন করার পর আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর শুনিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা।

সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী জানান, আজ নতুন অত্যাধুনিক ৫৪টি আইসিইউ শয্যার উদ্বোধনের পর গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ-এর সংখ্যা ১৬২-এ দাঁড়িয়েছে। মন্ত্রী জানান, বহাগ বিহু, অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের আগে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ-এর সংখ্যা ২০০-য় বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মীয়মাণ নতুন ভবন আগামী দুমাসের মধ্যে উদ্বোধন করা হবে বলে জানান মন্ত্রী শর্মা।

তিনি জানান, বুধবার রাতে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাকে সঙ্গে নিয়ে সোনাপুর এবং মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন। এদিকে করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরের জামাল উদ্দিন নামের কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ক্যানসার বিশেষজ্ঞ পদ্মশ্রী ডা. রবি কান্নানের তদারকিতে চলছে বলেও জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।

জানান, দিল্লির নিজামউদ্দিন মরকজের সঙ্গে সম্পর্কভুক্ত মোট ৫০৩ জনের মধ্যে ৪৮৮ জনের সন্ধান পেয়েছে জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ। বাকি ১৫ জনের খোঁজ চলছে। চিহ্নিত ৪৮৮ জনের মধ্যে ৩৬১ জনের রক্ত ও লালার সেম্পল সংগ্রহ করা হয়েছে। শুক্রবার বেলা ১২টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফলাফল লাভ করা যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী। মোট ৩৯৫ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এছাড়া নিজামউদ্দিন মরকজ থেকে বাড়ি এসে কাঁদের সংস্পর্শে এঁরা এসেছেন, সে ব্যাপারেও অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে, জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব জানান, প্রাথমিকভাবে নেগেটিভ রেজাল্ট আসলেও সংশ্লিষ্টদের ১৪ দিন পর্যন্ত দফায় দফায় ৩ বার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে হবে। এখনই তাঁদের বিপণ্মুক্ত বলে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই।

মানকাচরে দিল্লি ফেরত ৮ জন আইসোলেশনে মহিলা-সহ চারজন লাপাত্তা

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ২ এপ্রিল (হি.স.) : গোটা বিশ্ব তথা দেশে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে মহামারি করোনা ভাইরাস। অসমে এতদিন আতঙ্কের মধ্যেও সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু ৩১ মার্চ দিল্লির নিজামউদ্দিন ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর এক দিনের মধ্যে এক লাফে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৬-য় পৌঁছেছে।

দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাত থেকে ফিরে আসা ৯ জনের মধ্যে ৮ জনকে হাটশিঙিমারি সিভিল হাসপাতালের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩ জন দিল্লি থেকে এসেছেন। এদের সকলের লালা ও রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে। শুক্রবারের মধ্যে ৬ জনের রিপোর্ট আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, জেলার ৯ জন নিজামউদ্দিন মরকজ জামাতে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একজনকে খারুয়াবান্ধার রঘুপাড়া গ্রাম থেকে গত পরশু অর্থাৎ মঙ্গলবার উদ্ধার করা হয়েছে। অন্য দুজন দিল্লি থেকে এসেছেন খবর পেয়ে উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল অর্থাৎ বুধবার দিল্লি ফেরত ৩ জনকে হাটশিঙিমারির আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। নিজামউদ্দিন থেকে আগতদের মাধ্যমে হাটশিঙিমারিতে আরও কারোর মধ্যে করোনা সংক্রমণ হয়েছে কিনা তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছে হাটশিঙিমারি প্রশাসন। বুধবার রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী হাটশিঙিমারিতে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। নিজামউদ্দিন ফেরত সকলে নিজে থেকে এসে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

এই পরিস্থিতিতে মানকাচরের সুখচর গ্রামের আশরফ আলি (৩৪) নামের এক ব্যক্তি নিজে থেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে যোগাযোগ করেছেন। তার লালা ও রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এখনও জেলার একজন মহিলা সমেত আরও ৪ জন নিজামউদ্দিন ফেরত গা ঢাকা দিয়ে আছেন। জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের দল তাদের খুঁজে বের করতে পারেনি।

বৃহস্পতিবার সকালে মানকাচরের বিধায়ক মতিউর রহমান মণ্ডল হাটশিঙিমারি সিভিল হাসপাতালে আইসোলেশনে রয়েছেন এমন ব্যক্তিদের খোঁজ নিতে যান। ডাক্তারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তিনি। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। নিজামউদ্দিন ফেরত কেউ জেলায় গা ঢাকা দিয়ে থাকলে তারা যেন অবশ্যই স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তার আহ্বান জানান বিধায়ক। পাশাপাশি লকডাউন মেনে চলার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন মতিউর রহমান।

কোভিড-১৯ : ৬৭ বছর পর প্রথা ভঙ্গ বারইগ্রাম আশ্রমে, এবারের বাসন্তী পুজোয় পুরোহিত বদল

বারইগ্রাম (অসম), ২ এপ্রিল (হি.স.) : অতিমারি কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের বদৌলতে ৬৭ বছর পর এবার করিমগঞ্জ জেলার বারইগ্রাম আশ্রমে বাসন্তী পুজোয় বদল করতে হয়েছে পুরোহিত। প্রতি বছরের মতো এবারও বারইগ্রাম শ্রীশ্রী গোপালজিউ শ্রীশ্রী রাধাবিনোদ জিউ ও রাধারমণ গোস্বামী জিউর আশ্রমে এবারও বাসন্তী পুজো উপলক্ষে নানা কার্যসূচি হাতে নিয়েছিলেন আশ্রম পরিচালন কমিটির কর্মকর্তারা। বাসন্তী পুজো সহ এক টানা ১১ দিন বিবিধ পূজার্চনা সহ হরিনাম সংকীর্তনের কথা ছিল আশ্রমে। কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে আশঙ্কায় মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে আশ্রম পরিচালন কমিটি প্রথম থেকেই জনসমাগম ঠেকাতে আশ্রমের প্রধান গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

আশ্রম কমিটির সম্পাদক তরুণ চৌধুরী জানান, যেহেতু আশ্রমে প্রায় প্রতি বছর বাসন্তী পুজো উপলক্ষে ১১ দিনব্যাপী নানা পুজা ও নাম কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। আশ্রমের বাসন্তী পুজোয় বরাক উপত্যকা সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। এবার জনসমাবেশ আটকাতে গত ২৩ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত আশ্রমে কেউ যাতে প্রবেশ করতে না পারেন সে জন্য কমিটি আশ্রমের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। তবে ভিতরে নিয়ম মাফিক প্রতিদিন পূজার্চনা চলছে। এবার নিয়মরক্ষার্থে জনসমাগম এড়িয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাসন্তী দেবীর পুজো।

এদিকে আশ্রম কমিটির সহ-সম্পাদক সুভাষ দাস জানান, প্রভুপাদ শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর আমল থেকে এই আশ্রমে বাসন্তী পূজায় ত্রিপুরার ধর্মনগরের কুলপুরোহিত গুরু কুমার ভট্টাচার্য এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাসন্তী পুজো করে আসছেন। গত ৬৭ বছর ধরে এই পরম্পরা বহাল ছিল। কিন্তু করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে বর্তমানে অসম ও ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। তাই এবারের পুজোয় ত্রিপুরার সেই পুরোহিত পরিবারের বদলে স্থানীয় পুরোহিত রূপক চক্রবর্তী মায়ের পূজা করছেন। আশ্রম কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, ২৯ মার্চ থেকে পুজা-পার্বনের সূচনা হয়ে, শেষ হবে ৯ এপ্রিল। তবে এবার মায়ের পুজোয় বাইরের কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না, জানিয়েছেন সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়।

করোনা : কর্মহীন হতে চলেছেন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ৩৬ হাজার কর্মী

লন্ডন, ২ এপ্রিল (হি.স.): করোনার কোপে কর্মহীন হতে চলেছেন ব্রটিশ এয়ারওয়েজ (বিএ)-এর ৩৬ হাজার কর্মী। শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে একটি চুক্তির পর এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। শিগগিরই এ ব্যাপারে ঘোষণা বিএ বলে বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে।

ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম এয়ারলাইন ব্রটিশ এয়ারওয়েজ (বিএ)। করোনা ভাইরাসের জেরে এখন বিশ্বজুড়ে বন্ধ বিমান চলাচল। এই অবস্থায় বিএর গ্যাটউইক এবং লন্ডন সিটি এ দু'টি বিমানবন্দরে করোনা ভাইরাস সঙ্কট শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সব ধরনের কার্যক্রম স্থগিত করেছে তারা। যার জেরে কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জানা গেছে, ৮০ শতাংশ কর্মীকে বরখাস্ত করতে চলেছে ওই সংস্থা। এবিষয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তিও হয়ে গেছে। চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের কেবিন ক্রু, প্রকৌশলী, সদরদপ্তরের কর্মচারীসহ প্রায় ৩৬ হাজার কর্মীকে বরখাস্ত করা হচ্ছে।

তবে সরকারের করোনা ভাইরাসে চাকরি হারানো কর্মীদের সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এসব কর্মীরা তাদের বেতনের কিছু অংশ পেতে পারেন। যদিও একজন কর্মী তার বেতনের ৮০ শতাংশ অর্থ এবং প্রতি মাসে সর্বাধিক আড়াই হাজার পাউন্ড পেতে পারেন।

করোনা : বারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনে রাম নবমী পালন হল ভক্ত ছাড়াই

বারাকপুর, ২ এপ্রিল (হি.স.): করোনার জেরে উত্তর ২৪ পরগনার বারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনে রাম নবমী পালন হল ভক্ত ছাড়াই।শুক্রবার রাম নবমীতে শুধু মাত্র পুজোর নিয়ম মেনে একজন মহারাজ পুজো করেছেন। তবে পুরো মিশন ছিল ফাঁকা। নেই কোনও ভক্ত, নেই কোনও মানুষের সমাগম।

দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে উত্তর ২৪ পরগনার বারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনে মহা ধুমধামের সাথে পালিত হয়ে আসছে রাম নবমী উৎসব। কিন্তু এই বছর বারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের ৮১ নম্বর বাড়িতে রাম নবমী উপলক্ষ্যে নম নম করে রামের পুজো, যজ্ঞ হলেও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে অন্য সব উৎসব এবং বহিরাগত প্রবেশ। শুধু মাত্র পুজোর নিয়ম মেনে একজন মহারাজ পুজো করেছেন এদিন। তবে পুরো মিশন রয়েছে ফাঁকা। নেই কোনও ভক্ত, নেই কোনও মানুষের সমাগম।

বারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের সম্পাদক স্বামী নিত্যারূপা নন্দ মহারাজ বললেন, "প্রতি বছর এই রাম নবমী উপলক্ষ্যে কয়েক হাজার ভক্তের সমাগম হয়। প্রসাদ গ্রহন করেন তিন থেকে চার হাজার মানুষ। কিন্তু এই বছর করোনা ভাইরাসের সতর্কতার কারণে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার জন্য শুধু পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে উৎসব অনুষ্ঠান। তাই একজন ভক্তও নেই মিশনে।"

উল্লেখ্য, করোনা ভাইরেসের প্রকোপে বর্তমানে গোটা দেশ জুড়ে চলছে লকডাউন। সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে বন্ধ সব ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠান। সেই নিয়ম মেনেই ভক্ত ও লোক সমাগম ছাড়াই হল বারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনে রাম নবমী পালন।

মেয়াদ বৃদ্ধি হচ্ছে স্বাস্থ্য ও মোটর বীমার

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.): এখনই পুনর্নবীকরণ না করালে চলবে। আগামী ২১ এপ্রিল পর্যন্ত বৃদ্ধি হচ্ছে স্বাস্থ্য ও মোটর বীমার মেয়াদ। শুক্রবার কেন্দ্রের অর্থ মন্ত্রকের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। নোটিফিকেশন অনুযায়ী ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত। এর ফলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। করোনা ভাইরেসের প্রকোপে বর্তমানে গোটা দেশ জুড়ে চলছে লকডাউন। এই আবস্থায় অনেকেরই মোটর কিংবা স্বাস্থ্য বীমার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে ২৫ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিলের মধ্যে। তাদের এখনই সেই বীমা পুনর্নবীকরণ না করালেও চলবে। ২১ এপ্রিল পর্যন্ত সময় দেওয়া হবে তাদের। অর্থাৎ এখনই পুনর্নবীকরণ না করালে ওই বীমা বাতিল হয়ে যাবে না। এর ফলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। শুক্রবার কেন্দ্রের অর্থ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে। নোটিফিকেশন অনুযায়ী ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত।

আজ ভিডিও কনফারেন্সে সমস্ত রাজ্যের রাজ্যপালের সাথে আলোচনা করবেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি. স.): শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও উপ রাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন সেই বিষয়টাকে উৎসাহিত করতে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসকদের সাথে আলোচনা করবেন।

রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে বৃহস্পতিবার একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, এটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির রাজ্যপাল, উপ রাজ্যপাল এবং প্রশাসকদের সাথে এই ভিডিও কনফারেন্স হবে। ২৭ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম ভিডিও কনফারেন্সে, ১৪ জন রাজ্যপাল এবং দিল্লির উপ রাজ্যপাল তাদের অঞ্চলের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছিলেন। বাকি রাজ্যপাল এবং উপ রাজ্যপাল এবং প্রশাসকরা ৩ এপ্রিল তাদের অভিজ্ঞতা জানাবেন।

আলোচ্যসূচিতে রাজ্যগুলিতে করোনাভাইরাসের স্থিতি, দূর্বল শ্রেণির মানুষদের উপর রেডক্রসের ভূমিকা এবং নোবেল করোনার ভাইরাসের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার জন্য সিভিল সোসাইটি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বেসরকারী সংস্থাদের ভূমিকাও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ঘরে না থাকলেই ব্যবস্থা সিপি-র টুইট

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে সব রকম বিশেষজ্ঞ বারবার সবাইকে লকডাউন মেনে চলার আর্জি জানালেও অনেকে তা মানছেন না। আজ এ ব্যাপারে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা।

অনুজথাবু টুইট করে জানিয়েছেন, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা অনুযায়ী ১৫৫ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে ৭৯৯ জনের বিরুদ্ধে। অনুগ্রহ করে কেউ ঘর থেকে বেরোবেন না। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে লকডাউন ঘোষণার দিন থেকেই প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী সহ বিশিষ্টজনেরা প্রত্যেকে জরুরি কাজ ছাড়া বাইরে বার না হতে আবেদন করছেন। প্রচারমাধ্যমে সর্বস্তরে লেখালেখি হচ্ছে। কিন্তু এসব উপেক্ষা করে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর মানুষ বাইরে বার হচ্ছে। যার অন্যতম ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দিল্লির একটি ধর্মীয় সমাবেশেরর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চলছে। অভিযোগ উঠেছে বুধ ও বৃহস্পতিবার বিভিন্ন অঞ্চলে দুটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রচুর সমাবেশ হয়েছে। এ নিয়েও নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে।

আচমকা ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ করিমগঞ্জ জেলা

করিমগঞ্জ (অসম), ২ এপ্রিল (হি.স.) : চৈত্রের প্রথম ঘূর্ণিঝড় তছনছ করে দিয়েছে করিমগঞ্জ জেলা সদর শহর-সহ পাথারকান্দি, রাতাবাড়ি, দুল্লভছড়া, রামকৃষ্ণনগর, নিলামবাজার, বারইগ্রাম, এরালিগুল ইত্যাদি এলাকা। শহরের স্টেশন রোড, মেইন রোড-সহ বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গাছ ভেঙে পড়েছে। শহরাঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে শহরের বিদ্যুৎ পরিবাহী বহু তার। একাধিক স্থানে বৈদ্যুতিক খুঁটিও ভেঙে পড়েছে। এতে শহর সহ সমগ্র জেলা অন্ধকারে ডুবে যায়।

এমনিতেই করোনা ভাইরাসের

ছয়ের পাতায়

বয়স্ক মানুষদের পেনশন এবার ঘরে পৌঁছে দেবে ভারতীয় ডাক

কলকাতা, ২ মার্চ (হি স): করোনা সংক্রমণে রুখতে দেশজুড়ে চলছে লক ডাউন। কিন্তু লক ডাউনেও লাইন দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বয়স্ক মানুষরা পেনশন তুলছেন। আর এবার বয়স্ক মানুষদের কথা ভাবে নজিরবিহীন পদক্ষেপ ভারতীয় ডাকঘরের। করোনা আবহে বয়স্ক মানুষদের পেনশন ঘরে পৌঁছে দেবে ভারতীয় ডাক। যোগাযোগ ভবনে তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে সে কথা।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভয় কে জয় করার জন্য এবং মানুষের স্বার্থে ভারতীয় ডাক বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে বয়স্ক মানুষরা তাদের পেনশনের জন্য লাইনে দাড়িয়ে দীর্ঘক্ষন অপেক্ষা করেছে। তাই এবার আমরা এক পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা ঠিক করেছি বয়স্ক মানুষেদের পেনশন তাদের বাড়িতে আমরা পৌছে দেবো। যাদের বয়স ৮০ র উর্ধে এবং যারা অসুস্থ তাদের জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করেছি। ইতিমধ্যে বেসরকারি পরিবহন বান্ধব অন্যান্য পরিবহন এবং পুলকার সাথে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা চালাচ্ছি। পাশাপাশি এই পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের আমাদের কর্মচারীদের নিরাপত্তাও দিচ্ছি।এই পরিস্থিতে ভারতীয় ডাকঘর কখনোই বন্ধ হবে না।

বন্ধ মদের দোকান, হুগলিতে সক্রিয় চোলাই ভাটিতে পুলিশ হানা

হুগলি, ২ মার্চ (হি.স.): লকডাউনের জেরে বন্ধ লাইসেন্স প্রাপ্ত দেশী ও বিদেশী মদের দোকানগুলি। যার ফলে একদিকে চরা দামে কালোবাজারে বিকোচ্ছে দেশী-বিদেশী মদ। আর অন্যদিকে যাদের পকেটে টান তারা ঝুঁকছে বেআইনি চোলাই মদের দিকে। তাই চোলাই মদের বাজারও এখন তুঙ্গে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বন্ধ হয়ে যাওয়া চোলাইয়ের ভাটিগুলি আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে। পাশাপাশি বহু ভাটিগুলিতে আগের থেকে উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে। হুগলির দেবানন্দপুরের কেষ্টপুরে অবস্থিত রাধামাধবের মন্দিরের পিছনে সরস্বতী নদীর গা ঘেষে এরকমই একটি চোলাইয়ের ভাটি চলছিলো। মাটির হাঁড়িতে করে সেই চোলাই পাকানোর জন্য সরস্বতী নদীকেই ব্যাবহার করা হত। কচুরিপানায় ঢাকা সেই নদীতেই চুবিয়ে রাখা হত মাটির হাঁড়ি। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার সেই ভাটিতেই হানা দিল আবগারী দফতরের চন্দননগর ও সিঙ্গুর জেলা যৌথভাবে হানা দিলো। যদিও কোনভাবে খবর পেয়ে আগেভাগেই তল্লিতল্পা গুটিয়ে চম্পট দেয় চোলাই মদের কারবারীরা।তবে সরস্বতী নদীতে নেমে প্রচুর চোলাই ভর্তি হাঁড়ি উদ্ধার করা হয়। সেগুলিকে সেখানেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি নদী পারে চোলাই তৈরীর উঁনুনও ভেঙে দেওয়া হয়। এবিষয়ে চুঁচুড়ার আবগারী দফতরের অফিসার ইনচার্জ অভিক দে বলেন কেষ্টপুর এলাকা বেআইনী মদের ভাটিগুলির মধ্যে অন্যতম। লকডাউনের মরসুমে এইভাটিগুলির প্রতি আমরা আলাদা নজরে রাখছি। পাশাপাশি দেশী ও বিদেশী মদের কালোবাজারি প্রসঙ্গে তিনি বলেন খবর পেলে আমরা সেইসমস্ত জায়গাগুলিতেও হানা দিচ্ছি।

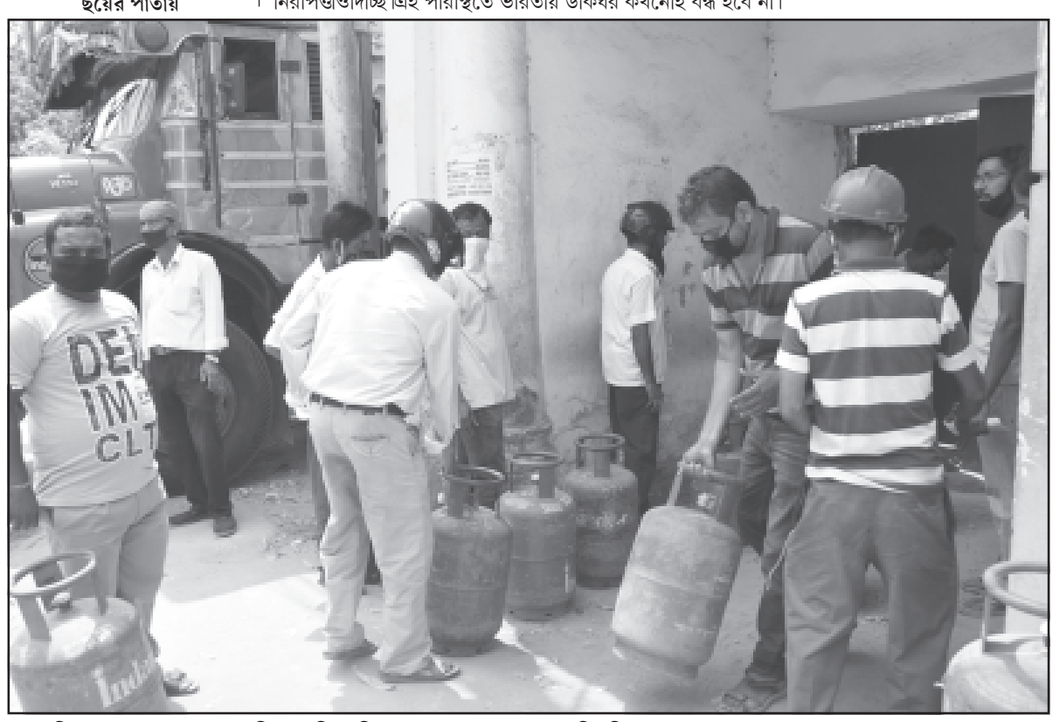

বৃহস্পতিবার আগরতলায় গ্যাস পরিষেবা নিয়ে বিক্ষোভ গ্রাহকদের মধ্যে। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

ফুটিয়ে না কাঁচা কি খাবেন দুধ?

কাঁচা খাওয়া ভাল নাকি ফুটিয়ে খাওয়া? এ নিয়ে বহু বিতর্কিত মন্তব্য রয়ে গিয়েছে। সরাসরি গোয়ালঘর বা খামার থেকে আসা কাঁচা দুধ না ফুটিয়ে খেতে কঠোরভাবেই নিষেধ করছেন বিশেষজ্ঞরা। এতে সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেশি। ফলে কাঁচা দুধ অবশ্যই ফুটিয়ে খেতে হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঁচা দুধে অনেকরকম রোগজীবাণু বাসা বাঁধে। সরাসরি খামার থেকে আনা দুধ খেলে সেই জীবাণু শরীরের নানা ক্ষতি করতে পারে। দুধ ফোটালে উচ্চ তাপমাত্রায় সেই সব জীবাণু মরে যায়। এখন আমরা যে প্যাকেটের দুধ কিনি, তা পাস্তুরাইজড। পানীয় জীবাণুমুক্ত এবং সংরক্ষণের পদ্ধতির নাম পাস্তুরাইজেশন। বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চ তাপমাত্রায় পাস্তরাইজেশন করা হয়। প্যাকেটের দুধও ফুটিয়ে খাওয়াই ভাল, এমনটাও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ পাস্তরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ একশ” শতাংশ ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করা সম্ভব হয় না।নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপকদের কথায়, না

ফোটানো দুধে ই-কোলাই, সালমোনেল্লার মতো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধে। এই ব্যাকটেরিয়া শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমিয়ে দেয়।

বিশেষত গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে সব সময় দুধ ফুটিয়ে খেতে বলেন চিকিতকেরা।ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজির বিশেষজ্ঞেরা ”পাবমেড”-এ একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে কাঁচা দুধ তো বটেই, এমনকি পাস্তরাইজড দুধেও নানা রকম মাইক্রোব্যাকটেরিয়া জন্মায়। তাদের মধ্যে রয়েছে, সিউডোমোনাস (৬৪-৫৩.৮ শতাংশ), মাইক্রোকক্কাস (৮.২ শতাংশ), এনটারোব্যাকটর (৯.৮ থেকে ২.৬ শতাংশ), ব্যাসিলাস (৬.৬ থেকে ২.৬ শতাংশ), ফ্ল্যাভোব্যাকটর (১.৬ থেকে ১.৩ শতাংশ)।ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা জানাচ্ছেন, পাস্তরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ জীবানুমুক্ত করতে গিয়ে উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয়, ফলে দুধের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। তাই বর্তমানে, এই পদ্ধতিতে দুধ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফোটানো হয় এবং ধীরে ধীরে সেটাকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া হয়। তাই গবেষকদের মত, প্যাকেট দুধ দোকান থেকে কিনে এনে কিছু সময় হলেও সেটাকে ফোটান। যদি কোনও জীবাণু থেকেও থাকে, ফোটালে সেই সম্ভাবনা দূর হবে।

নতুন ব্যোমকেশ নতুন রহস্য

সৌগত চক্রবর্তী: আসছে নতুন ব্যোমকেশ কাহিনি 'মগ্নমৈনাক'। এক অর্থে এই ব্যোমকেশ অঞ্জন দত্তরও। পরিচালক অবশ্য সায়ন্তন ঘোষাল। গল্প শুরুই হচ্ছে 'স্বাধীনতা লাভের পর পনেরো বছর অতীত হইয়াছে' এই বাক্যবন্ধ দিয়ে। আসলে এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু ধনী ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক সন্তোষ সমাদ্দার। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাগানঘেরা দোতলা বাড়ি। দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত দাপুটে ও ভারিক্কী এই নেতা সন্তোষ সমাদ্দার। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়।সন্তোষ সমাদ্দারের বাড়িতে আছেন দুই ছেলে যুগলচাঁদ ও উদয়চাঁদ। উদয়চাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুপ্রভাত দাস। এছাড়াও আছেন সন্তোষবাবুর স্ত্রী চামেলি। একসময়ের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী। কিন্তু এখন খিটখিটে, শুচিবায়ুগ্রস্ত ও সন্দেহভাজন মানুষ। তাঁর দাপটে বাড়িতে মাছ-মাংস ঢোকে না।এছাড়াও বাড়িতে আছেন তিন আশ্রিত মানুষ। চামেলির দূর সম্পর্কের বোনপো ও বোনঝি নেংটি ও চিংড়ী। আর সন্তোষবাবুর সহকারী রবিবর্মা। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন অঞ্জন দত্ত।আর একজন আছেন। গল্পে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি জনপ্রিয় গায়িকা 'সুকুমারী'। প্রতি সপ্তাহে শনিবার সন্ধ্যের পর তাঁর বাসায় যান সন্তোষ সমাদ্দার। আর সোমবার সেই বাসা থেকেই এসে

অফিস করেন। এই সুকুমারীর চরিত্রে অভিনয় করছেন গার্গী রায়চৌধুরি। বললেন, 'গল্পে আমার চরিত্রটা ছোট কিন্তু স্ক্রিপ্টটা পড়ে চমকে গিয়েছি। চমৎকার স্ক্রিপ্ট লিখেছেন অঞ্জন দত্ত। এই স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী সুকুমারী চরিত্রটা সিনেমায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার কাছে অঞ্জন দত্ত একজন দক্ষ পরিচালকের পাশাপাশি একজন দক্ষ চিত্রনাট্যকারও। আর চমকে গেছি সায়ন্তনকে দেখে।ত্যি বলছি। আশা করা যায় সায়ন্তনের পরিচালনায় ইন্টারেস্টিং ব্যোমকেশ উপহার পাবেন দর্শকরা।'গল্পে ব্যোমকেশের ভূমিকায় নতুন সংযুক্তি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। জানালেন, 'এর আগেও ব্যোমকেশের চরিত্রে অভিনয় ও পরিচালনার প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল এতগুলো ব্যোমকেশের পর আবার একটা ব্যোমকেশ কেন? আসলে ব্যোমকেশ এখন জাতীয় নায়কের মর্যাদা পাচ্ছে। সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন আর তারপরেই ব্যোমকেশ বক্সি! তাই ব্যোমকেশের চাহিদাও বাড়ছে। তার প্রমাণ, এখনও পর্যন্ত যে ব্যোমকেশ ছবি, ওয়েব সিরিজ বা টেলি সিরিজ হয়েছে, সবগুলোই বেশ সফল। তাই ব্যোমকেশ চরিত্রে ঢুকে পড়া।' আর অজিতের ভূমিকায় এই ছবিতে আছেন রুদ্রনীল ঘোষ। জানালেন, 'এর আগে অঞ্জন দত্তর 'আদিম রিপু'তে একটা চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম আমি। অঞ্জনদার বাকি ব্যোমকেশ ছবি গুলোও দেখেছি আমি। সব ছবিতেই ব্যোমকেশ আর অজিতকে অদ্ভুত সুন্দরভাবে মিলিয়েছেন তিনি। সত্যি বলতে কি, বাকি ব্যোমকেশ কাহিনিগুলোতে অজিতকে সেইভাবে পাচ্ছিলাম না। এবার আমি অজিতের ভূমিকায়। আশা করছি অজিত আর ব্যোমকেশের রসায়ন আবার দর্শককে একটা নতুন স্বাদ এনে দেবে।'গল্পে হঠাৎ মোড় আসবে সন্তোষ সমাদ্দারের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া এক রহস্যময়ী সুন্দরী হেনা মল্লিককে নিয়ে। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন আয়ুশী তালুকদার। হঠাৎ-ই বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মারা যায় হেনা। বাড়ির অবস্থা সামাল দিতে নেংটির অনুরোধে অকুস্থলে আগমন ব্যোমকেশ ও অজিতের। তারপর?

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই ও তার প্রতিকার সম্পর্কে

ঢেঁড়শ আমাদের দেশে একটি সবজি জাতীয় ফসল ঢেঁড়শ চাষ করে বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষকরা অনেক লাভবান হচ্ছেন তবে ঢেঁড়শ চাষ করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ঢেঁড়শের ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাইয়ের আক্রমণ হয়। ঢেঁড়শের কিছুরোগবালাই ও তার প্রতিকার ঃ

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও বর্ণনা

১. উইল্ট রোগ: ক) ফিউসেরিয়াম ও ওক্সিস্পোরাম এফ ভেসিনফেকটাম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়ে থাকে এই রোগ ঢেঁড়শ গাছের অনেক ক্ষতি করে থাকে। খ) এই রোগে আক্রান্ত গাছ হলদে ও বামনাকৃতির হয়ে যায়। এরপরে পাতাগুটিয়ে গাছ ঢলে পড়ে যায় এবং এরপরে গাছ মরে যায় গ) আক্রান্ত গাছের কাণ্ড অথবা শিকড় লম্বালম্বিভাবে চিরলে ... নালীকে কালো মনে হয়। এইরোগের আক্রমণ বেশি হলে গাছের সম্পূর্ণ কাণ্ডই কালো হয়ে যায়।

২. গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ : ক) ম্যাক্রোফোমিনা ফেসেওলিনা নামক ছত্রাকের আক্রমণের ফলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। রোগাক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলার পর শিকড়গুলি বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায় খ) এই রোগে আক্রমণের ফলে মাটির সংলগ্ন গাছের গোড়া নরম হয়ে পচে যায় ।আক্রান্ত শিকড়ে এবং কাণ্ডে কালো কালো বিন্দুর মতো পিকনিডিয়া হয় গ) রোগ বিকাশের অনুকূল অবস্থায় ২-৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছ শুকিয়ে যায়।

৩. শিরা স্বচ্ছতা রোগ ঃ ক) একপ্রকার ভাইরাসের আক্রমণের ফলে এই রোগ হয়ে তাকে। এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার শিরাগুলি স্বচ্ছ হয়ে যায় খ) যদি রোগের প্রকোপ বেশি হয়তাহলে ... ধারণ করে এবং পাতাছোট হয় এবং গাছ খর্বাকৃতি হয়ে যায় গ) ক্ষেতের যে কোন বয়সের গাছের এই রোগ হতে পারে এই রোগের ফলে গাছ ফুল কম হয় এবং ফল ছোট ও শক্ত হয়ে যায়।

৪. পাতায় দাগ ধরা রোগ : ক) অল্টারনেরিয়া হাইবিসেসিনামনামক ছত্রাক পাতায় বিভিন্ন আয়তনের গোলাকার বাদামী ও চক্রকার দাগ সৃস্টি করে। খ) সারকোসপোরাএবেলমোসছি এই ছত্রাক পাতার নিম্নদিকে কালো গুঁড়ার আস্তরণসৃস্টি করে। এই রোগের আক্রমণ বেশি হলেপাতা মুড়িয়ে মাটিতেঢলে পড়ে। গ) ফিল্লোসটিকটা হিবিসছিনি বড় বড় দাগ উৎপন্ন করে।এর মধ্যে বড় বড় স্পোর হয়।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের প্রতিকার সম্পর্কে

১) উইল্ট রোগ: ক) এই রোগ দমনে তেমন কোন সুনির্দিস্ট পন্থা নেই। খ) রোগপ্রতিরোধী ... নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাকরা হয়।

২) গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ ঃ ক) এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মরশুমের শেষে ক্ষেতেরগাছ শিকড় সমেত উঠিয়ে গর্তে পুঁতে অথবা আগুনেপুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে খ) জমিতে বীজ বপন করার পূর্বে বীজ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করেনিতে হবে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের মধ্যে বীজ লাগালে রোগ কম হয়।

৩) শিরা স্বচ্ছতা রোগঃক) এই রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে মাঝে পোকা মারা কীটনাশক ছিটিয়ে দিতে হবে। তাহলে পোকা দমন হবে। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছলাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৪) পাতায় দাগ ধরা রোগ: ক) এই সকল রোগ দমনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় না। খ) ম্যানের জায়নের ক্যাপটান, ডায়থেন, রোভরাল ইত্যাদি ছত্রাকনাশক ছিটিয়ে এই রোগ ...

বৃষ্টির সময়ে বেশি সাজগোঁচ না করায় ভাল

বেশ সুন্দর করে কাজল দিয়ে বের হয়েছেন। হঠাৎ বৃষ্টিতে ধুয়ে কাজল লেপটে একাকার! এরকম পরিস্থিতি এড়াতে ভেজা মৌসুমে সাজসজ্জার কিছু পন্থা এড়িয়ে চলুন। সৌন্দর্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে জানানো হয়, বর্ষায় মেইকআপ নষ্ট হয়ে গেলে দেখতে মোটেও ভালো লাগবে না। তাই এমন বিড়ম্বনা থেকে বাঁচতে কিছু বিষয় খেয়াল রাখলেই যথেষ্ট।

কালো কাগজ ঃ চোখ কাগজল বা 'স্মোকি আই' বেশ সুন্দর দেখালেও এই বর্ষায় চোখের কাজল লেপ্টে আশপাশে ছড়িয়ে গেলে দেখতে মোটেও ভালো লাগে না। তাই বর্ষায় কাজল পুরোপুরি এড়িয়ে চলাই ভালো। অথবা ব্যবহার করতে চাইলে 'ওয়াটারপ্রুফ লিকুইড লাইনার' ব্যবহার করা যেতে পারে।

ব্যাংস ঃ সামনের ছোট করে কাটা চুল ব্যাংস নামেই পরিচিত। অন্যান্য সময় এটি বেশ এটি বেশ ভালো মানালেও বর্ষ'ায় আর্দ্রতার কারণে চুল প্রাণহীন হয়ে পড়ায় ব্যাংস এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। তাই এমন বেসামাল চুল সামলে রাখতে রাখতে বর্ষায় ব্যাংস এড়িয়ে চলুন।

ফাউন্ডেশন ঃ লিকুউড বা ক্রিম বেইজ ফাউন্ডেশন বৃষ্টির জল অথবা আর্দ্রতার কারণে ফাউন্ডেশন গলে যেতে পারে। এমন সম্যসা এড়াতে বেছে নিতে পারেন বিবি ক্রিম বা তেল ছাড়া কুশন ফাউন্ডেশন।

মাস্কারা ঃ কাজলের মতো মাস্কারা ব্যবহারের কারণেও একই ধরনের সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বৃষ্টির জলে মাস্কারা গলে চোখের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ব্যবহার করতে চলে ওয়াটারপ্রুফ মাস্কারা বেছে নিন।

গ্লিটার আইশ্যাডো ঃ চোখের সাজে গ্লিটার আইশ্যাডো দেখতে ভালো লাগলেও এই মৌসুমের জন্য একদমই বেমানান। কারণ আর্দ্র বাতাসের কারণে গ্লিটার ঠিক মতো চোখের পাতায় বসতে চায় না এবং দেখতে ছাড়া ছাড়া দেখায়। আর বৃষ্টি হলে তা পুরো মুখে ছড়িয়ে যেতে পারে। তাই এই মৌসুমে গ্লিটার আইশ্যাডো এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের হবে।

ক্রিম বেইজ কনসিলার ঃ আদ্রর্তা এবং গরম আবহাওয়ার কারণে ক্রিম বেইজ কনসিলার সহজেই গলে যায়।

ফলে মেইকআপ দেখতে বেমাননান দেখায় দিন না পেরোতেই। তাই মেইকআপের বিড়ম্বনা এড়াতে স্টিক কনসিলার বেছে নেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের কনসিলার সহজে গলে না এবং দীর্ঘসময় একই রকম থাকে।

যে সময় কফি পান করলে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী

পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন কফি খাওয়ারও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কোন সময় কফি খেলে সত্যিই চাঙ্গা লাগবে, আর কোন সময় কফি কেলেও বিশেষ লাভ হয় না তার বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। কারণ শরীর নিজস্ব ঘড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। দেহঘটিত রাসায়নিক হরমোনের ক্ষরণ কোন সময় বেশি হবে কোন সময় কম হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। এই রাসায়নিকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্টিসল। এটি মানব দেহের ঘুম নিয়ন্ত্রণ করে। দিনের কোন কোন সময় শরীরে কর্টিসলের মাত্রা খুব বেশি থাকে আবার কোন কোন সময় কমে যায়।

যখন কর্টিসেলের মাত্রা খুব বেশি থাকে তখন কফি খাওয়া উচিত নয়। এ সময় কার্টিসেল ক্যাফেইনের কার্যকারিতায় বাধা দেয়। মানষ সাধারণত দিনে সকাল ৬টা থেকে ৮টার মধ্যে ঘুম থেকে ওঠে। সেই অনুযায়ী সকাল ৭টা থেকে ৯টার মধ্যে কর্টিসলের মাত্রা প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়ে যায়। এই সময়কে বলা হয় কর্টিসল এ্যাওকেনিং রেসপন্স। আবার দুপুর ১২টা নাগাদ কর্টিসলের মাত্রা বাড়ে ও দুপুর ১টার মধ্যে তা পড়ে যায়। একে বলা হয় ডায়ারনাল রিদম। একইভাবে সন্ধে ৬টায় কর্টিসলের মাত্রা বেড়ে গিয়ে সন্ধে ৭টার মধ্যে তা পড়ে যায়। একে বলা হয় ডায়ারনাল রিদম। একইভাবে সন্ধে ৬টায় কর্টিসলের মাত্রা বেড়ে গিয়ে সন্ধে ৭টার মধ্যে পড়ে যায়। তাই ডায়েটিশিয়ানদের মতে, কফি খাওয়ার আদর্শ সময় সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১১টা, দুপুর দেড়টা থেকে সাড়ে ৫টা ও সন্ধ্যা ৭টার পর।

চুলের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক

সোজা আর ঝলমলে চুল না পেলেও সেই দুঃখ দূর করতে প্রযুক্তি ও সৌন্দর্য বিশারদরা আবিষ্কার করেছেন রিবন্ডিং বা চুল সোজা করার পদ্ধতি। তবে শখ পূরণ হলেও নানান পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

রূপচর্চাবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে জানানো হয়, কোঁকড়া বা বাঁকানো চুল সোজা করার পদ্ধতি রিবন্ডিং। চুল সোজা করার এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর কেমিকল ব্যবহার করা হয়। আর যে কোনো ধরনের কেমিকলই চুলের জন্য ক্ষতিকর।

এছাড়াও আরও কিছু উপাদানের সাহায্যে চুল সোজা হওয়ার পাশাপাশি আলাদা উজ্জ্বলতা যুক্ত হয় এই প্রক্রিয়ায়। প্রথমে সুন্দর থাকলেও কিছুদিন পরই চুল প্রাণহীন ও ভহগুর হয়ে যায়। আর যাদের চুলে একাধিকবার রিবন্ডিং করা হয়ে থাকে তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও প্রকোপ।

সৌন্দর্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে চুল রিবন্ডিং করার ফলে কি ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে তারই বিস্তারিত তুলে ধরা হল।

রিবন্ডিং করার পর চুল অত্যন্ত

সংবেদনশীল ও দুর্বল হয়ে যায়। তাই এই সময় তুলনায়মূলক বাড়তি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া চুল রিবন্ডিং করার পর এক মাস চুল বাঁধা যাবে না কোনোভাবেই, এমনকি কানের পিছনেও চুল গুঁজে রাখা চলবে না। এর যে কোনো একটি করলেই চুল বরবাদ হয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়ায় কিছু বাড়তি তাপও দেওয়া হয় যা চুল ও মাথার ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে এটি চুল ও মাথার ত্বক পুড়িয়েও ফেলতে পারে। যদি রিবন্ডিংয়ে ব্যবহৃত কেমিকল দীর্ঘ সময় চুলে লাগিয়ে রাখা হয় তাহলে এই সম্যসা বৃদ্ধি পেতে পারে। তাছাড়া ব্যবহৃত ধাতুর পাতের তাপমাত্রা বেশি হলেও চুল পুরে যেতে পারে। রিবন্ডিং করা চুলের জন্য বাড়তি ট্রিটমেন্ট নিতে হয়। এক্ষেত্রে অন্তত ছয় মাস পরপর চুলের বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত দক্ষ কারও হাতে। এই প্রক্রিয়ায় যে কেমিকেল ব্যবহার করা হয় তার কারণে চুল পড়ার হারও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া একবার রিবন্ডিং করার পর নিয়মিত 'টাপ আপ' প্রয়োজন। আর প্রতিবার এই ট্রিটমেন্টের পর আরও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে প্রসেনজিৎ বর্ধন তার পরিবার পক্ষ থেকে অর্থ প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

খোয়াই জেলা পুলিশ সুপারের হাতে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেয় ইউম্যান কেয়ার ডায়াগনিস্টিক সেন্টার। ছবি- গোপাল সিনহা।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের কর্মীরা বৃহস্পতিবার বামুটিয়ায় চা শ্রমিকদের হাতে চাল সহ খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। ছবি- নিজস্ব।

মহামারি করোনাকে যাঁরা ধর্মের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে চাইছে তাঁরা মনুষ্যরূপী জানোয়ার : করিমগঞ্জ এআইইউডিএফ

করিমগঞ্জ (অসম), ২ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের জেরে ত্রস্ত গোটা বিশ্ব। বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও বড় সংকটের মুখে সমগ্র বিশ্ব। মানব সভ্যতাকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাস। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। তাই সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে লকডাউন আইন মেনে ঘরে থাকার আহ্বান জানান এআইইউডিএফ-এর করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদার।

যে যেখানে আছেন সেখানেই অবসান করুন। মহামারি করোনাকেও যারা ধর্মের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে চাইছে তারা মানুষ রূপে জানোয়ার বলে মন্তব্য করেছেন আজিজুর রহমান তালুকদার।

মিজোরাম প্রবাসী কিছু সংখ্যক মানুষ লায়লাপুরে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। সেখানকার অব্যবসার অভিযোগ তুলেও সরব হয়েছেন তালুকদার। যে সকল স্থানে কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই সব জায়গার অসুবিধাগুলো পর্যবেক্ষণ করতে দলের পক্ষ থেকে বিশেষ তদারকি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পরই দলের প্রধান বদরউদ্দিন আজমলের সহায়তা পৌঁছানো হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন আজিজুর রহমান তালুকদার।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে এআইইউডিএফ-এর সুপ্রিমো মওলানা বদরউদ্দিন আজমল আল কাছিমী দুর্গতদের সহায়তায় সক্রিয় রয়েছেন বলে সংবাদ মাধ্যমের সামনে দাবি করেন জেলা সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদার। তিনি জানান, করিম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁকে প্রধান পর্যবেক্ষক করে আজমলের পক্ষ থেকে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভাগাবাজারের কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত মানুষের সুবিধা অসুবিধার রিপোর্ট সংগ্রহ করার পর, যে ধরনের সহায়তার প্রয়োজন হবে, বদরউদ্দিন আজমলের পক্ষ থেকে তা করা হবে। সরকারি ভাবে শুধু নিরাপত্তা জোরদার করা হলেও করোনা থেকে বাঁচার উপযোগী পর্যাপ্ত ব্যবসা না থাকার অভিযোগ তুলে সরকারকে দায়ী করেছেন আজিজুর রহমান তালুকদার।

তালুকদার বলেন, সতর্কতামূলক যেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা, সেখানে কার্যত মানুষকে খাঁচাবন্দি করে রাখা হয়েছে। শীঘ্রই পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থানরত মানুষজনের বাঁচার উপযোগী শৌচালয় স্নানাগার ইত্যাদির বড় পরিসরের শিবিরের ব্যবসা করা না হলে সুসরা অসুস হয়ে পড়বেন বলে দাবি তুলে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন আজিজুর রহমান তালুকদার। কোনও অবসায় বাড়ি মুখো না হয়ে যে যেখানে আছেন সেখানেই অবান করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন এআইইউডিএফ-এর করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদার।

সামাজিক দূরত্ব না মেনেই ত্রাণ বিলি রাজ্যের মন্ত্রীর, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিরোধীদের

কলকাতা, ২এপ্রিল (হি স): করোনাকে ঠেকাতে বারবার সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার কথা বলেছেন চিকিৎসক বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু এই সামাজিক দূরত্বকে উড়িয়া দিয়েই ত্রাণ চালাচ্ছেন রাজ্যের একাধিক নেতা মন্ত্রী। এমন অভিযোগ করেই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি লিখলেন বাম-কংগ্রেস। তাদের অভিযোগের তীর রাজ্যের নারী ও শিশু সুরক্ষা এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজার দিকে।

করোনা আতঙ্কের জন্য দেশজুড়ে লকডাউন জারি হওয়ার ফলে থমকে গিয়েছে জনজীবন। এর ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্রাণ তুলে দিচ্ছেন দুঃস্থ মানুষদের হাতে। তবে বারবার সে ক্ষেত্রে বলা হয়েছে সামাজিক দূরত্ব অবলম্বন করতে। মন্ত্রী নিজেও সামাজিক দূরত্ব অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন বারবার। কিন্তু তার দলের নেতা মন্ত্রীরাই তার নির্দেশকে অমান্য করছেন।

কিছুদিন আগে নিজের বিধানসভা এলাকায় ত্রাণ দিতে দেখা গেছে রাজ্যের নারী ও শিশু সুরক্ষা এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজাকে। তিনি সামাজিক সুরক্ষার না মেনেই ত্রাণ দিয়েছেন এমন অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী এবং কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান একযোগে এই ঘটনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে চিঠি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সুজন বাবু জানান, 'যা হচ্ছে সেটা ঠিক হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী বার বার সামাজিক দূরত্ব মানার কথা বলছেন। অথচ তাঁর দলের লোকজন সেটা না মেনে ত্রাণ দেওয়ার নামে নিজেদের প্রচার করছেন। ছবি তোলার জন্য হুড়োহুড়ি করছেন। এটা যেন বাংলার গর্ব প্রচারের একটা মঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমি ও আবদুল মান্নান চিঠি দিয়েছি মুখ্যমন্ত্রীকে'। পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে উনি কী করে এই কাজ করলেন?

একযোগে এই ঘটনায় অভিযোগ করেছেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহাও। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী ক্যামেরার জন্য এখানে ওখানে ঘুরে বেরিয়ে ভীড় জমাচ্ছেন। এর ফলে সাধারণ মানুষের সর্বনাশ। আর শশী পাঁজা ও ঠিক একই কাজ করছেন। এরপর কটাক্ষ করে রাহুল বাবু বলেন, 'চিকিৎসক হিসেবে ওঁর পেটে হয়তো প্রচুর বিদ্যে আছে। কিন্তু শুধু বিদ্যে থাকলে হয় না। চেতনা থাকতে হয়। আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি'।

অন্যদিকে, ''হিন্দুস্থান সমাচার'' শশী পাঁজার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। শুধু জানিয়েছেন, তিনি যা জবাব দেওয়ার মুখ্যমন্ত্রীকে দেবেন।

করোনা মুম্বইয়ের ধারাভি বস্তিতে দ্বিতীয় আক্রান্তের হদিশ

মুম্বই, ২ এপ্রিল (হি.স.): মুম্বইয়ের ধারাভি বস্তিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন আরও এক জন। বৃহস্পতিবার করোনা সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়া বছর বাহান্নর ওই ব্যক্তিকে সম্প্রতি ধারাভি বস্তিতে সাফাইয়ের কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল বলে বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফে জানানো হয়েছে।বুধবারই বস্তিতে করোনা আক্রান্ত হয়ে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। তার পর ফের এক ব্যক্তি সংক্রামিত হওয়ায় প্রশাসনের উদ্বেগ বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ। আগেই মৃত ওই ব্যক্তির বাড়ি সিল করে তাঁর পরিবার ও সংস্পর্শে আসা সন্দেহভাজনদের কোয়রান্টিনে পাঠানো হয়েছে। এ বার নতুন আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই পন্থা নিয়েছে প্রশাসন। ওই ব্যক্তির পরিবার ও সংস্পর্শে আসা সবাইকেই প্রাথমিক ভাবে স্ক্রিনিংয়ের পর কোয়রান্টিনে পাঠানো হয়েছে। তবে একটাই আশার কথা ওই ব্যক্তি ধারাভির পাকাপাকি বাসিন্দা নন।

উল্লেখ্য, এশিয়ার বৃহত্তম বস্তি এলাকা ধারাভিতে বসবাস করেন প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ। সেখানে এক বার ব্যাপক হারে সংক্রমণ ছড়ালে তার পরিনাম যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, সেটা ভেবেই আঁৎকে উঠছে প্রশাসন।

বঙ্গে করোনায় আক্রান্ত বেড়ে ৫৩

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি স): করোনা আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না কলকাতার। লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।আতঙ্কের মাঝে ফের আতঙ্ক। রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কি দাঁড়ালো ৫৩। বৃহস্পতিবার নবান্নে করোনা নিয়ে রাজ্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি এই তথ্যই দিয়েছে।

এদিন কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ১০৪ জনের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ১৬ জনের শরীরে কোভিড ১৯ ভাইরাস পাওয়া গেছে। এই মুহূর্তে রাজ্যের মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৩ জন। এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন ৩ জন। এই তিন জন হলেন, কলকাতার বাইপাসের বাসিন্দা যিনি প্রথম করোনা আক্রান্ত বিদেশ-ফেরত তরুণ, বালিগঞ্জের

ছয়ের পাতায়

নিজামউদ্দিনে ধুবড়ির ৩৪ জনের দল, একজন হোম কোয়ারেন্টাইনে, বাকিরা বেপাত্তা, উদ্বিগ্ন জেলা প্রশাসন

ধুবড়ি (অসম), ২ এপ্রিল (হি.স.) : নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলা থেকে ৩৪ জনের এক দল দিল্লির নিজামউদ্দিন মরকজ তবলিগ-ই জামাতের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। মাত্র একজন ধুবড়িতে ফিরে এসেছেন। বর্তমানে তাঁকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তবে তাঁর শরীরে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের কোনও উপসর্গ দেখা যায়নি। বাকিরা কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছেন, তাদের এখন অবধি কোনও হদিশ মেলেনি। জানিয়েছেন ধুবড়ি জেলার পুলিশ সুপার যুবরাজ সিং। এদিকে, অন্য রাজ্য থেকে আগত তিনজনকে ধুবড়ি হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তবে নিজামউদ্দিনের সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই।

অন্যদিকে, ধুবড়ির পানবাড়ি মসজিদে নিজামউদ্দিন থেকে কেউ আসেননি বলে জানান পুলিশ সুপার। ওই মসজিদে নিজামউদ্দিন-ফেরত কয়েকজন লুকিয়ে রয়েছেন বলে ভুয়ো খবর ছড়িয়েছে।

এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার যুবরাজ সিঙের সতর্কবাণী, যে বা যারা ভুয়ো খবর ছড়াবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, ধুবড়ির চাপর থেকে ১০ জন ব্যক্তিকে বিলাসীপাড়ার মাছপাড়া কোয়ারেন্টাইন শিবিরে পাঠানো হয়েছে। এরা উত্তরাখণ্ড থেকে তবলিগ-ই জামাত আসেন, তার পর অসমে প্রবেশ করেছিলেন। প্রায় দিন কুড়ি আগে এই দলটি ট্রেনে করে ফকিরাগ্রাম হয়ে ধুবড়ির চাপরে আসে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাঁদের শরীরে মারণ এই ভাইরাসের উপস্থিতির কোনও উপসর্গ দেখা যায়নি বলে স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে। এই ১০ জনের মধ্যে ৫ জন পুরুষ এবং বাকি ৫ জন মহিলা বলে জানানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে সমস্যার মোকাবিলা করা যায়, তা নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে জেলা প্রশাসনের।

মেয়াদ শেষ শিলচর পুরসভার, বিদায়ী পুরপতি নীহারেন্দ্র ঠাকুর দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন এডিসি সুমিত সাত্তাওয়ানের হাতে

শিলচর (অসম), ২ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা আতঙ্কে যখন সমগ্র বিশ্বে ত্রাহি ত্রাহি রব, ঠিক সেই সময়ই কাছাড় জেলার শিলচর পুরসভার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। এ মুহূর্তে নতুন করে পুর নির্বাচনের চিন্তা করা দূরঅস্ত আবার সংকটকালে শহরবাসীর জন্য পুরসভার গুরুত্বও অপরিসীম। পুরপতি নীহারেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কাছাড়ের জেলাশাসক বর্ণালী শর্মার নির্দেশে শিলচর পুরবোর্ডের দায়িত্ব নেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (এডিসি) সুমিত সাত্তাওয়ানকে।

মিউনিসিপাল অ্যাক্ট ১৯৫৬-এর অধীন সেকশন ৫৩ আওতায় বর্তমান শিলচর পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার সুমিত সাত্তাওয়ানকে এখন থেকে পুরসভার দায়িত্ব সমঝে দেন বিদায়ী নির্বাচিত পুরপতি নীহারেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুর। প্রসঙ্গত নীহারেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুরের কার্যকাল ১ এপ্রিল শেষ হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি মাসেই শিলচর পুরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। গত বছরের ডিসেম্বরে পুরসভার ভোটার তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছিল। এখানে রংপুরের প্রায় এক হাজার ভোটারের নাম কর্তন করা হয়েছিল তাঁরা পঞ্চায়েত ভোটার বলে। এ নিয়ে ব্যাপক জনক্ষোভ আছড়ে পড়ে। অনেক বাকবিতণ্ডার পর শেষমেষ তফশিলি জনসংখ্যার জট কাটিয়ে আসন সংরক্ষণ সম্পন্নও হয়ে গিয়েছিল শিলচর পুরসভার। মোট ২৮টি ওয়ার্ডে আসন সংরক্ষণ করে নেওয়া হয়। মোট ১৪টি ওয়ার্ড মহিলাদের জন্য সংরকত, ৪-টি সংরক্ষিত হয়েছে তফশিলিদের জন্য, যার মধ্যে ২-টি রাখা হয়েছে শুধুমাত্র তফশিলি মহিলাদের জন্য। বর্তমান করোনা-পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠলে নয়া পুরবোর্ড গঠন নিয়ে চিন্তা ভাবনা হবে, তত দিন জেলা প্রশাসনের দখলেই থাকবে শিলচর পুরসভা।

নিজামুদ্দিন মার্কাসের ঘটনায় চিনা যোগ !

নয়াদিল্লি ২ এপ্রিল (হি.স.): করোনা সংক্রমণ নিয়ে ভারত সরকার তথা সমগ্র ভারতবাসীর চিন্তা বাড়িয়ে দেওয়া নিজামুদ্দিন মার্কাসের ঘটনায় চিনা যোগের সম্ভাবনা। সূত্রের খবর, ওই সমাবেশে যোগ দেন ৬৭টি দেশের ২ হাজার ৪১ জন প্রতিনিধি। এদের মধ্যে চিন থেকে এসেছিলেন ৯ জন।

ভারতে যাতে করোনা সংক্রমণ দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় পর্যায়ে না পৌঁছয় সেই চেষ্টাই করে চলেছে প্রশাসন। কিন্তু নিজামুদ্দিন মার্কাস থেকে যে সংক্রমণের ঘটনা ঘটছে তা ক্রমশ আশঙ্কা বাড়াচ্ছে ভারতে। নিজামুদ্দিনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনার একেবারে সূত্রে পৌঁছতে শুরু হয়েছে তদন্ত। আর সেই তদন্তে দিল্লির নিজামউদ্দিনে ধর্মীয় সমাবেশে চিন-যোগ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, ওই সমাবেশে যোগ দেন ৬৭টি দেশের ২ হাজার ৪১ জন প্রতিনিধি। এদের মধ্যে চিন থেকে এসেছিলেন ৯ জন। চিনে যখন করোনা ভাইরাসের রমরমা সেই সময়ে তাঁরা এসেছিল বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে ৪৯৭, ইন্দোনেশিয়া থেকে ৫৫৩, তাইল্যান্ড থেকে ১৫১, মালয়েশিয়া থেকে ১১৮, কিরকিস্তান থেকে ১৪৫ ও মায়ানমার থেকে ১১৭ জন প্রতিনিধি। দিল্লির নিজামউদ্দিন ধর্মীয় সমাবেশে চিন যোগের তথ্য সামনে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। কীভাবে দেশের রাজধানীর নাকের ডগাতে এভাবে এত মানুষ মিলে কর্মকাণ্ড করল তা নিয়ে উঠছে প্রশাসন।

অন্যদিকে, এখনও পর্যন্ত ৭৬০০ জন ভারতীয় এবং ১৩০০ বিদেশীকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা নিজামুদ্দিন মার্কাজের ওই ধর্মীয় জমায়াতে অংশ নিয়েছিল। ১ এপ্রিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে ওই জমায়েতে থাকা ১০৫১ জনকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে ৭৬৮৮ জন ভারতীয় তাবলীগী জামাতের সদস্য এবং তাদের সংস্পর্শে আসা লোকজনকে আইসোলেট করা সম্ভব হয়।

দিল্লিতে চার-সহ অসমে কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী বেড়ে ২০, বাড়তে পারে সংখ্যা, জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : যেমন আশঙ্কা করেছিলেন তেমনই ঘটছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বার বার বলছিলেন, একজনের শরীরে যেদিন কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়বে, তার পর আর রক্ষা নেই। প্রতি ঘণ্টায় দ্রুতগতিতে বাড়বে রোগীর সংখ্যা। বুধবার রাত পর্যন্ত অসমে আরও তিনজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ পাওয়া গেছে। দিল্লির চার-সহ অসমে এ নিয়ে বর্তমান সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০-তে। এই সংখ্যা আজ বৃহস্পতিবার রাতের দিকে আরও বাড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশঙ্কা করছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। নতুন যে তিনজনকে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে তারা সকলেই দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাত-ফেরত নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলার বাসিন্দা। তাঁদের গোয়ালপাড়া হাসপাতালেই চিকিৎসা চলছে।

উল্লেখ্য, এর আগে গতকাল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অসমে ১৩ জনকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছিল। অসমে কোভিড-১৯ ভাইরাস-আক্রান্তের তালিকায় গত ৩১ মার্চ সন্ধ্যায় প্রথম নাম জুড়েছে দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর বিধানসভা এলাকার হাসানপুর গ্রামের ক্যানসার এবং ডায়াবেটিস রোগী প্রায় ৫২ বছরের জনৈক জামাল উদ্দিনের। জামাল উদ্দিন করিমগঞ্জ জেলা তবলিগ-ই মরকজের আমির। তিনি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশনে রয়েছেন। এর পর গতকাল ১ এপ্রিল গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আরও চারজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়ে। রাতের মধ্যে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬-য়।

গোয়ালপাড়ার তিনজন ছাড়া গোলাঘাট জেলার আট আক্রান্তরা ওয়াহিদা বেগম (দেড়গাঁও), আনোয়ার হুসেন (দেরগাঁও), আইদর আলি (মরঙি), ইয়াকুব আলি (মেরাপানি), জেসমিনা বেগম (মেরাপানি), সালেহা বেগম (মেরাপানি), এলিনা বেগম (মরঙি) এবং রুমা বেগম (মেরাপানি)। যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁরা কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এর আগে গতকাল সকালে কোভিড-১৯ আক্রান্তের নাম জানিয়েছিলেন মন্ত্রী ড় শর্মা তাঁরা যথাক্রমে নলবাড়ির মহম্মদ আরশাদ আলি (১৯), জাগিরোডের তিনজন তাঁরা মহম্মদ হজরত আলি (৬০), মহম্মদ নুর উদ্দিন (৫৫) এবং মহম্মদ জোনাব আলি (৪৬)। এঁরা বর্তমানে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশনে রয়েছেন। এছাড়া দিল্লির হাসপাতালে অসমের আরও চারজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ পাওয়া গেছে। তাঁরা বাকসা জেলার নাস্কার আলি (৭২), ফহার উদ্দিন (৪৮) বরপেটা জেলার মোস্তাফা আহমেদ (৬০) এবং নগাঁও জেলার মহম্মদ আলি (৬৫)। সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। এঁদের নিয়ে অসমের মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২০।

বঙ্গে এখন করোনা আক্রান্ত ৩৪, ব্যাখ্যা মুখ্য সচিবের

কলকাতা, ২এপ্রিল (হি স): রাজ্য করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩ নয় বরং ৩৪। বৃহস্পতিবার নবান্নে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব রাজীব সিনহা। মুখ্যসচিবের এই ঘোষণার কিছুক্ষণ আগেই করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে কাজের রূপরেখা ঠিক করার জন্য চিকিৎসকদের নিয়ে রাজ্য সরকারের তৈরি কমিটির সদস্য চিকিৎসক ধীমান গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের মোট সংখ্যা ৫৩ এবং করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা ৭।

চিকিৎসকদের দেওয়া এই পরিসংখ্যান বিভ্রান্তিকর দাবি করে রাজ্যের মুখ্য সচিব রাজীব সিনহা আক্রান্তদের পরিসংখ্যান নিয়ে এক বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। আক্রান্তদের পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, রাজ্যে ৫৪ জন করোনা আক্রান্ত বলা হচ্ছে কিন্তু আদতে এই সংখ্যাটা ৩৪। তার কথার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে তিনজন মারা গেছেন করোনায়। সে ক্ষেত্রে সংখ্যা কমে দাঁড়াল ৫০। এছাড়া বাকি যে চারজন মারা গিয়েছে তারা করোনা আক্রান্ত হলেও তাঁদের মৃত্যুর কারণ ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে আরও চারজন কমে সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৬। এদের মধ্যে আবার তিনজন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। সেক্ষেত্রে সংখ্যা কমে দাঁড়াল ৪৩। এরপর মুখ্য সচিব আরও ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, প্রথম দফায় ভর্তি হওয়া ১৮জনের মধ্যে নয় জনের দ্বিতীয়বারের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাদের আগামীকাল ছেড়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ সেই ৪৩জন থেকে বাদ গেল আরও নয় জন। সুতরাং এখন রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৪।

গতকাল মুখ্যমন্ত্রী নিজে জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা সাত বলা হলেও আদতে সেই সংখ্যা ৩। কারণ বাকিদের কেউ কিডনির রোগে আক্রান্ত হয়ে কেউ বা নিউমোনিয়ায় মারা গিয়েছেন। সেই একই কথার সূত্র ধরে এদিন মুখ্য সচিব জানান, তিনজন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। কিন্তু বাকি চারজন করোনা পজেটিভ থাকলেও তাদের মৃত্যু হয়েছে অন্য কারণে। এদের মধ্যে দুজনের করনে পজেটিভ হওয়ার রিপোর্ট এসেছে মৃত্যুর পরে।

পাশাপাশি মুখ্যসচিবের দাবি, 'এই চারজন অন্য রোগ নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে। চিকিৎসা করতে গিয়ে পড়ে তাদের করোনা ধরা পড়েছে। তাই এরা করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে এমনটা বলা যাবেনা তাহলে সে ক্ষেত্রে আতঙ্কের সৃষ্টি হতে পারে।' তবে যে চারজন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাননি বলে মুখ্যসচিব দাবি করছেন তাদের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তার উত্তর দিতে চাননি মুখ্যসচিব।

পাশাপাশি মুখ্য সচিব আরও জানান, ' মোট যে সাত জন মারা গিয়েছেন এবং যে তিনজনকে ইতিমধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের সকলের নামই এই আক্রান্তের তালিকায় রয়েছে। ফলে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৫৩। এই ব্যক্তিদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। একটি সঙ্গে বাদ দিতে হবে যে নয় জন

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার লকডাউনের দিনে আগরতলার রাজপথে পুলিশী কঠোর এক দৃশ্য। ছবি- নিজস্ব।

লকডাউন ভেঙে শহরের রাস্তায় বেরোলেই এ বার আরও কড়া ব্যবস্থা কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে কলকাতায়ও চলছে লকডাউন।শুধুমাত্র জরুরী পরিষেবার ক্ষেত্রে রয়েছে ছাড়।তবে সে কথা মাথায় না রেখে অনেকেই লকডাউনকে অমান্য করেই বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়।আর এবার জরুরী কাজ ছাড়া রাস্তায় বেরোলেই আরও কড়া ব্যবস্থা নেবে কলকাতা পুলিশ। লকডাউনেও জরুরী পরিষেবা ছাড়াওবেশ কিছু গাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে।

এমন অবস্থায় কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, যাঁর কাছে বৈধ ই-পাস আছে তাঁকেও যথাযথ কারণ দেখাতে হবে, কেন তিনি সেই সময়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। লকডাউন ভেঙে শহরের রাস্তায় অকারণে বেরোলেই কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের।থানার অফিসার ইন চার্জকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে টি পি গার্ডদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। টি পি গার্ড থেকে যদি কোনও ব্যক্তি বা গাড়িকে লকডাউন অমান্য করার জন্যে থানায় পাঠানো হয়, অবিলম্বে যেন তাদের বিরুদ্ধে ইউ/১৮৮ ধারায় কেস রুজু করা হয়।

লকডাউনে কড়া নজরদারিতে রেশন দেওয়া শুরু হল দুর্গাপুরে

দুর্গাপুর, ২ এপ্রিল (হি. স.) : দেশজুড়ে করোনার দাপটে চলছে লকডাউন। বন্ধ কর্মক্ষেত্র। টান পড়েছে রুজি রোজগারে। তার জেরে বিভিন্ন এলাকায় সঙ্কটজনক পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। সঙ্কট মোকাবিলায় দুঃস্থ অসহায় পরিবারে বিনামুল্য রেশনে চাল, গম দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। শুরু হয়েছে ক্যাটাগরি ভিত্তিক রেশন দেওয়ার কাজ। সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে ও বিভ্রান্তি ঠেকাতে কড়া নজরদারি শুরু করল পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর রেশন দফতর। বৃহস্পতিবার শহরের বিভিন্ন রেশন দোকানে পরিদর্শন করল দফতরের আধিকারিকরা।

গত সপ্তাহখানেক ধরে শুরু হয়েছে লকডাউন। তার জেরে খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলায় জোর তৎপরতা শুরু করেছে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকার। এপ্রিলের প্রথম দিন থেকেই শুরু হয়েছে রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা ও জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনায় বিনামুল্য খাদ্য সামগ্রী বন্টন। আর এই খাদ্য সামগ্রী নেওয়াকে ঘিরে বৃহঃস্পতিবার দুর্গাপুরের বিভিন্ন রেশন দোকানে উপভোক্তাদের ভিড় শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে রেশন দোকান গুলিতে পুলিশ মোতায়ন হয়। সামাজিক দুরত্ব ও পরিষেবা খতিয়ে দেখতে শহরের বিভিন্ন রেশন দোকান পরিদর্শন করে দফতরের আধিকারিকরা। জানা গেছে, দুর্গাপুর পুরসভা এলাকায় পুর্ব ও পশ্চিম জোনে ১৯ ও ৩৮ টি রেশন দোকান রয়েছে। উপভোক্তা প্রায় ৩ লক্ষ। দুর্গাপুর পুরসভা এলাকার রেশেনিং অফিসার সজল বসাক জানান,' বিভ্রান্তির কিছু নেই। রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা-১ অর্থাৎ আরকেএসওয়াই-১ ও জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনায় বিনামুল্যে চাল ও গম পাবে। আরকেএসওয়াই- ২ গ্রাহকদের নির্ধারিত মুল্যে রেশন নিতে হবে।' তিনি বলেন,' যদি কেউ আবেদন করার রেশন কার্ড পায়নি। তাদের নাম আমাদের রেজিষ্টারে উঠে থাকলে, তাদের আমাদের দফতর থেকে কুপন দেওয়া হবে। ওই কুপনের ভিত্তিতে রেশন সামগ্রী দেওয়া হবে।' তিনি জানান,' সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে একমাসের খাদ্য সামগ্রী একবারই দেওয়ার জন্য ডিলারদের বলা হয়েছে। এবং নির্দিষ্ট দুরত্ব গ্রাহকরা লাইন দিয়ে সামগ্রী নেবে। গ্রাহকদের তাড়াহুড়োর কোন প্রয়োজন নেই। সুবিধার জন্য আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত রেশন দোকান সকাল ৮ টা -দুপুর ১২ টা, দুপুর ২ টা- রাত ৮টা পর্যন্ত সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা থাকবে।' অনিয়মের প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' বৃহস্পতিবার কোথাও কোন অনিয়মের অভিযোগ আসেনি। রেশন বন্টনে কোনরকম অনিয়ম থাকলে গ্রাহকরা দফতরে অভিযোগ জানাতে পারে। গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখা হবে।'

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনায় মৃতের সংখ্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা বিরোধী দল নেতাদের

কলকাতা, ২এপ্রিল (হি স): এবার করোনা আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা এক ধাক্কায় কমিয়ে দেওয়ায় রাজ্য সরকারকে একযোগে কটাক্ষ করলেন বিরোধী দল নেতারা। বৃহস্পতিবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র টুইট করে একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে।

গতকাল নবান্নে এক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছয় দেখানো হলেও সেটা ঠিক নয়। করোণা আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। বাকি তিনজনের কেউ ভুগছিলেন কিডনির রোগে এবং কারোর মাল্টি অর্গান ফেলিওর ও নিউমোনয়ায় মৃত্যু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই তাকে কটাক্ষ করেছেন বিভিন্ন বিরোধী দল নেতারা। রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ এদিন টুইটারে লিখেছেন, ' পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হলে সেটা হয় অজানা জ্বর এবং করোনায় মৃত্যু হলে তা হয় নিমুনিয়া নয়তো কিডনি ফেইলিওরে।'

অপরদিকে, সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র টুইট করে লিখেছেন, 'করোনা ভাইরাস জনিত মৃত্যু হয় নিউমোনিয়া,কিডনি ফেলের জন্য।এটা উল্টে দিলে বিপদ! মৃত্যুর কারণ চিকিৎসক লেখেন। মুখ্যমন্ত্রী নয়। সেটা বেআইনি হস্তক্ষেপ।রোগ চেপে রাখলে আরো বাড়ে। বাংলায় করোনায় মৃতের সংখ্যা একধাক্কায় অর্ধেক'।

করোনা মোকাবিলায় একাধিক পৌরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়রদের সঙ্গে বৈঠক ফিরহাদের

কলকাতা, ২এপ্রিল (হি স): করোনা মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভার তরফে শহর কলকাতাকে জীবাণুমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবার যাতে রাজ্যের অন্যান্য পুরসভাগুলিও একই পথে হেঁটে সেই নির্দেশ দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বৃহস্পতিবার রাজ্যের অন্যান্য পুরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়রদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেন ফিরহাদ হাকিম। সেখানেই তিনি এই নির্দেশ দেন।

এ দিনের বৈঠকে কলকাতা পুরসভার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রুখতে রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর শহরাঞ্চল গুলিকে পরিষ্কার রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজ্যের সবকটি পুর অঞ্চলই যাতে নিয়মিত সাফাই করা হয় এবং একই সাথে যাতে নিয়মিত ভাবে জীবানুনাশক স্প্রে করে রাস্তাঘাট জীবানুমুক্ত করার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া হয় সেই নির্দেশ পুর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পুরসভার চেয়ারম্যান ও পুর নিগমের মেয়রদের নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়াও প্রতি জেলায় সঠিকভাবে নিয়ম মেনে সাফাই কাজ হচ্ছে কিনা তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন করে যুগ্মসচিব পদের আধিকারিককে নিয়োগ করা হয়েছে। তারা যেমন সাফাই ঠিক করে হচ্ছে কিনা সেই দিকে নজর দেবেন একইসঙ্গে সাফাই কর্মীদের ঠিকমতো গ্লাভস স্যানিটাইজার পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে কিনা সেদিকেও খেয়াল রাখবেন।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যাবস্থা বেহাল বর্ণনা করে সুস্থ থাকতে ঘরে থাকার পরামর্শ দিলেন রাহুল সিনহা

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে কলকাতায় চলছে লকডাউন। লকডাউনের মাঝে বৃহস্পতিবার রামনবমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন।রামনবমীর শুভেচ্ছার পাশাপাশি রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বিরুদ্ধে সুরও চড়ালেন রাহুল সিনহা।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন," লকডাউন পরিস্থিতিতে বাড়িতে থেকে নিজেকে নিজের পরিবারকে রাষ্ট্রকে সাহায্য করুন। পশ্চিমবঙ্গে যারা বাস করছি।তাদের ভালো করে জানা উচিত পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবার কি রকম অবস্থা। এখানে লম্বা-চওড়া অনেক কথা আমরা শুনেছি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল।উচ্চারণ ঠিকমতো করতে পারছিনা কিন্তু বাস্তবে কি দেখছি মৃত সাতজনের মধ্যে অধিকাংশের করনা পজিটিভ এর রিপোর্ট এসেছে মৃত্যুর পর। এই যদি পরিকাঠামো হয় কলকাতার বুকে। তাহলে জেলাগুলির অবস্থা কি হবে সেই কারণে বলছি স্বাস্থ্য দফতরের ভরসায় বাঁচার আশা বাদ দিন নিজে নিজে বাঁচার চেষ্টা করুন কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করছে।

প্রচুর পরিমাণে এখানে কিট পাঠিয়েছে।প্রোটেকশন পাঠিয়েছে। অথচ এখানকার হাসপাতাল গুলিতে ডাক্তাররা ভয় পাচ্ছে। তাদের উপযুক্ত পোশাক নেই।রেইনকোট পড়ে কি করোণা মোকাবিলা করা যায়।যেখানে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নেই সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাকে দেখবে। আপনাদের কাছে নিবেদন নিজের নিজের সম্পর্কে নিজে সচেতন হন। কেন্দ্রীয় সরকার সারাদেশে এক লক্ষ ৫২ হাজার কয়ারেন্টিন ব্যবস্থা করেছে। ৪০০০ ভেন্টিলেশনে ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করে রেখেছে। প্রায় ১৬ হাজার আইসিইউ ভেন্টিলেশন যুক্ত তৈরীর ব্যবস্থা চলছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে কলকাতায় খোদ করোনা সঙ্গে যুক্ত চিহ্নিতকারী হাসপাতাল স্পেশাল প্রোডাকশন ইমপ্রুভমেন্ট নেই। এই রাজ্যের স্বাস্থ্য অবস্থাএই হয় কিছু বলার নেই। চকচকে নীল সাদা রং করলেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায় না। এই জন্য ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন।

আক্রান্ত বেড়ে ৫৩

পাচের পাতার পর

দ্বিতীয় করোনাভাইরাস আক্রান্ত বিদেশ-ফেরত তরুণের বাবা এবং হাবরার স্কটল্যান্ড ফেরত তরুণী। আক্রান্ত হওয়ার পরে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তাঁরা।

ব্যাখ্যা মুখ্য সচিবের

পাচের পাতার পর

আক্রান্ত সুস্থ হওয়ার পথে তাদের নামও।' একই সঙ্গে তিনি জানান, এই ৩৪ জন যারা করোনা আক্রান্ত রয়েছেন তাদের মধ্যে ২০ জন পাঁচটি একই পরিবারের সদস্য। বাকিরা আলাদা পরিবারের সদস্য।

করিমগঞ্জ জেলা

তিনের পাতার পর

দরুন লকডাউন চলছে। তার ওপর আচমকা ঘুর্ণিঝড় জেলাবাসীর জন্য গোঁদের উপর বিষ ফেঁড়ার মত অবস্থা। বৃহস্পতিবার বিকাল আনুমানিক সাড়ে তিনটা নাগাদ আচমকা প্রচণ্ড বেগে ঘুর্ণিঝড় আছড়ে পড়ে প্রান্তিক শহর করিমগঞ্জে। গোটা দিন সূর্য দেবতার প্রখর তাপে করিমগঞ্জবাসী হাঁসফাঁস করছিলেন। প্রকৃতির রূপ দেখে মনেই হয়নি, বিকেল হতে হতেই প্রকৃতিদেবী রুদ্রমূর্তি ধারণ করবেন। মিনিট পাঁচেকের তীব্র ঘুর্ণিঝড় করিমগঞ্জ শহর গোটা জেলা-সহ পার্শবর্তী বিভিন্ন অঞ্চল তছনছ করে দেয়।

ভেঙে পড়েছে শত শত ছোট বড় গাছ। প্রকৃতিদেবীর রোষে পড়ে উড়ে গেছে প্রায় শতাধিক অসহায় মানুষের ঘরের ছাদ। গোটা জেলা অন্ধকারে ডুবে যায়। করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় ঘরবাড়ি ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ লক্ষ টাকা অনুদান জিৎ- র

কলকাতা,২ এপ্রিল (হি স): ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। আতঙ্কের জেরে কলকাতা চলছে লকডাউন। করোনা মোকাবিলায় অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রাণ তহবিল তৈরি করেছেন। এবার মুখ্যমন্ত্রীর চান তহবিলে এক লক্ষ টাকা অনুদান দিলেন সংগীত পরিচালক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

সোশ্যাল মিডিয়া সংগীত পরিচালক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই জানিয়েছেন সেকথা। নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের রেশন না পাওয়া, অত্যাবশকীয় খাদ্যসামগ্রীর অনটনের কথা ভেবেই অর্থসাহায্য কার তাঁর। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ভিডিওতেই সকলকে সতর্কতা অবলম্বন করে চলার পরামর্শও দিয়েছেন জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বাঁকুড়ার বিভিন্ন বাজারে স্যানিটাইজেসন চালাল দমকল বাহিনী

বাঁকুড়া, ২ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় দেশ জুড়ে লকডাউন জারি হলেও বাঁকুড়ায় বেশ কিছু মানুষ তা অগ্রাহ্য করছেন।বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বেড়িয়ে জটলা করছেন, বাজারে অহেতুক ভীড় করছেন।সেই সুযোগে কিছু দোকানদার ও দোকান খুলে রাখছেন।এই প্রবনতায় চিন্তিত জেলা প্রশাসন থেকে সচেতন নাগরিক।ভীড় থেকে কোনও প্রকার সংক্রমণ না ঘটে তার সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে আজ পুর এলাকার বিভিন্ন বাজারে স্যানিটাইজেসন এর ব্যবস্থা করা হয়।

পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে দমকল কর্মীরা বৃহস্পতিবার সকালে থেকেই কাজে নেমে পড়েন। নূতনচটীর কৃষক বাজার, চকবাজার, লোকপুর সব্জি মার্কেট, সতীঘাট সহ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সংলগ্ন এলাকা, বাসস্ট্যান্ড প্রভৃতি এলাকায় অভিযান চালানো হয়।এই অভিযান দেখতে কৌতুহলী মানুষের উৎসুক্য দেখা যায়।

লকডাউনে ড্রোনের মাধ্যমে এলাকার নজরদারির চালাবে উত্তরপাড়া থানা

হুগলি, ২ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার মহামারী যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। বারবার মানুষকে অনুনয়-বিনয় করা সত্বেও একশ্রেণীর মানুষ বিপদের ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারছেন না।এরা বুঝতে চাইছেন না যে যদি একবার এই মারণব্যাধি মহামারী রূপ নেয় তবে কিন্তু একবারে ছারখার করে দেবে সমাজকে। তারই জন্য উত্তরপাড়া পৌরসভা এবং উত্তরপাড়া থানার উদ্যোগে নজরদারি করার জন্য আকাশে ড্রোন উড়ানো হল।

এই ড্রোন উত্তরপাড়া পুর এলাকা এবং কোন্নগর পুর এলাকার উপর দিয়ে নজরদারি চালাবে বলা হয়েছে। এ ধরণের নজরদারীর খুব প্রয়োজন কারণ মানুষকে বলে বলে বুঝিয়ে পারা যাচ্ছে না। যেন উৎসবের আবহ চলছে। নাগরিক সচেতন মানুষ কিছুতেই বুঝতে পারছেন না এর বিপদের দিকটা। এই নজরদারীর ফলে একাধারে অনেকটা অংশ কভার করবে। পুলিশ প্রশাসনের ফুটেজ দেখে কোথায় কোথায় জমায়েত হচ্ছে কারা জমায়েত করছে তার ছবি ড্রোন পাঠাতে থাকবে। যারা আইন ভাঙবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে পুলিশ প্রশাসন। জানা গেছে আজকে এই ড্রোন নজরদারি কর্মসূচি শুরু হল এবং আজকে একটি ড্রোন আকাশে নজরদারি চালাচ্ছে এবং আগামীকাল থেকে দুটি বা তিনটি এই ধরনের ড্রোন আকাশে উড়বে এবং নজরদারিতে তারা ব্যস্ত থাকবে।এবং তাদের পাঠানো ফুটেজ থেকে প্রশাসন শনাক্তকরণের কাজ শুরু করবে।এদিকে পুলিশের এই পদক্ষেপে খুশি এলাকার বেশিরভাগ মানুষ। তারাও চাইছে অন্য জায়গাতেও এই রকমের নজরদারি খুবই প্রয়োজন হয়ে পরেছে।

উপভোক্তাদের সোশ্যাল ডিসটেন্স মেনে চেয়ারে বসার ব্যবস্থা করে রেশন দিচ্ছেন মেজিয়ার ডিলার

বাঁকুড়া, ২ এপ্রিল (হি. স.) : রেশনের দ্রব্য দেওয়া শুরু হতেই উপভোক্তাদের ভীড় উপচে পড়ছে রেশন দোকান গুলিতে।করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সারা দেশে লকডাউন জারি হলেও মানুষ তা অগ্রাহ্য করে বাইরে বের হচ্ছেন, শুধু তাই নয় নির্দিষ্ট সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তাকে মান্যতা দিচ্ছেন না।বুধবার থেকে রেশনের খাদ্য দ্রব্য দেওয়া শুরু হয়েছে রাজ্যে।সেই খাদ্য দ্রব্য নেওয়ার জন্য সব কিছু অগ্রাহ্য করে ভীড় করছেন উপভোক্তারা।এই রকম চিত্র রাজ্যের প্রায় সর্বত্র।কিন্তু বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার মেজিয়ায় এক রেশন দোকানের বিপরীত চিত্র দেখা গেল।সেখানে রেশন ডিলার উপভোক্তাদের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চেয়ার পেতে রেখেছেন।উপভোক্তারা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করে মালপত্র নিচ্ছেন।

রেশন ডিলার শঙ্কর শর্মার এই ব্যবস্থা দেখে উপভোক্তাদের সাথে সাথে সাধারন মানুষও প্রশংসা করছেন।শ্রী শর্মা বলেন মুখ্যমন্ত্রী এমাসেই বিনামূল্যে রেশন ব্যবস্থার কথা ঘোষনা করেছেন।স্বাভাবিক ভাবেই ভীড় হবেই, এদিকে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সোশ্যাল ডিসটেন্স মেনে চলা সেরা দাওয়াই, তাই নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চেয়ার পেতে রেখেছি, উপভোক্তারা সেখানে বসে একেরপর এক মাল নেবেন। এই বিষয়ে মেজিয়া থানার আধিকারিক মানস চ্যাটার্জি বলেন রেশন ডিলার সোশ্যাল ডিসটেন্স বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পুলিশের শরণাপন্ন হন, আমরা সাহায্য করছি।

উদযাপিত

● প্রথম পাতার পর

বিরত ছিলাম। তিনি বলেন, অনেকেই মায়ের শ্রীচরণে পুষ্পার্ঘ্য দিতে চাইছেন। তাঁদের কাছ থেকে ফুল নেওয়া হচ্ছে। তবে, মন্দিরের দরজা বন্ধ রেখেই পূজার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি সমস্ত ভক্তদের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। সকলের মঙ্গলের চিন্তা করে এই ব্যবস্থা করা জরুরি ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

অনুজ

● প্রথম পাতার পর

থানার ওসি, স্থানীয় এসডিপিও সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। সেই সাথে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ছোট ভাই বিষ্ণুরাম রিয়াংকে।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

করে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ লিখেছেন, "রামনবমী উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। ভগবান রামের আদর্শ জীবন আমাদের সহনশীলতা, আন্তরিকতা এবং বন্ধুত্বের বার্তা দেয়। আসুন, রাম নবমী উৎসবে আমরা, নিজেদের জীবনে শ্রীরামের আদর্শ অনুসরণ করি এবং গৌরবময় ভারত গড়ার অঙ্গীকার করি।" প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা : রাম নবমীর শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে লিখেছেন, "রামনবমী উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। জয় শ্রী রাম।"

হুগলিতে রাম নবমীর পুজো হলেও শুনশান মন্দির এলাকা

হুগলি, ২ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে নাজেহাল দেশ থেকে রাজ্যবাসী। অদৃশ্য দানবের তাণ্ডবে হিমশিম খাচ্ছেন সকলে। এবার এই করোনার থাবা পড়লো রাম নবমীর পুজোতেও। বৃহস্পতিবার রাম নবমী। যেখানে আজকের দিনে প্রায় সব হনুমান মন্দিরেই দেখা মেলে অজস্র ভক্তের। এদিন এই অদৃশ্য দানবের আতঙ্কে সেই মন্দির এলাকা বড়ই শুনশান। এমনই এক চিত্র ধরা পড়লো হুগলির মানকুণ্ড স্টেশন রোড এলাকার একটি হনুমান মন্দিরে।

রাম নবমী উপলক্ষে সেখানে পুজো হলেও দেখা নেই কোনো ভক্তের , ভক্তদের ভিড় ও জমেনি সেভাবে। অবশ্য ভক্তদের ভিড় এড়াতে মন্দিরের বাইরে নোটিশও ঝুলিয়ে রেখেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। যেসব ভক্তরা আসছেন পুজো দিতে। তারা পুরোহিতের কাছে পূজা সামগ্রী তুলে দিয়েই চলে যাচ্ছেন মন্দির ছেড়ে। এক কথায় রাম নবমী ঘিরে যে উন্মাদনা থাকে অন্যান্য বছর ভক্তদের সেই উন্মাদনায় কার্যত ভাটা এনেছে এই ভয়ংকর করোনা ভাইরাস। অমিত দাস নামে ওই মন্দিরের এক উদ্যোক্তা জানান এবছর আমরা কোনওরকম শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করছিনা। সরকারের পক্ষ থেকে যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে তা মেনে আমরা এবারের পুজোয় কোনো ভক্তের ভিড় সমাগম এখানে হতে দিচ্ছিনা। আমরাও চাই সকল দেশ বাসী খুব তাড়াতাড়ি এই মারণ ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পান।

কেরল আপনাদের পাশে আছে, বাংলায় ট্যুইট শশী থারুরের

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি. স.) : কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর দাঁড়ালেন কেরলে আটকে পড়া বাঙালি শ্রমিকদের পাশে। নিজের ট্যুইটার হ্যান্ডেল থেকে বাংলাতেই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন ওই সব বাঙালি শ্রমিকদেরকে। জানালেন, 'যে যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন। কেরলের জনতা আপনাদের পাশে আছে।'

এই রাজ্যের কিছু জেলা থেকে কয়েক হাজার শ্রমিক দেশের নানা রাজ্যে যান কাজের সুত্রে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই যান কেরলে। কিন্তু করোনা আতঙ্কের জেরে তাঁদের অনেকেই নিজ বাড়িতে ফিরে আসতে সক্ষম হলেও এখনও অনেকেই আটকে আছেন কেরলে। এবার সেই সব শ্রমিকদের বার্তা দিলেন শশী।

শশী জানিয়েছেন, 'বাংলা থেকে এখানে আসা সব ভাই, বন্ধুদের বলতে চাই, আমি জানি যে আপনারা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আছেন। কিন্তু আপনাদের বুঝতে হবে, এই সময় আপনাদের বাংলায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সব রাজ্যের সীমানা বন্ধ আছে। কেরল সরকার এবং আমরা আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, আপনারা খাবার, জল, সব পাবেন। আপনাদের আবেদন করছি, যে যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন। কেরলের মানুষ আপনাদের পাশে আছে।'

বৃহস্পতিবার তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ তথা এই কংগ্রেস নেতা তাঁর নিজের ট্যুইটার হ্যান্ডেল থেকে একটি ভিডিও বার্তা দেন স্পষ্ট বাংলা ভাষাতেই। যাতে সেই রাজ্যে আটকে পড়া বাঙালি শ্রমিকেরা তাঁর এই বার্তা বুঝতে পারেন সেই জন্যই এই প্রয়াস বলে জানা গিয়েছে।

ঠেক

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ। এলাকাবাসীদের অভিযোগ কিছু সংখ্যক যুবক বড়দের সামনেই রাস্তায় বসে মদ্যপান করছে। তারা জানিয়েছেন আর কোনদিন যদি তাদেরকে মদ বিক্রি করতে দেখেন তাহলে মহিলারা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন।

এলাকায় সামাজিক সুস্থিতি ফিরিয়ে আনতে মদ বিক্রি বন্ধ করার জন্য মহিলারা আরক্ষা প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

নজরদারী

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানিয়ে আসছেন। কিন্তু একাংশ জনগণ জরুরি প্রয়োজন ছাড়াও ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন। রাজ্য সরকার রাজ্য আরক্ষা প্রশাসনকে বৃহস্পতিবার নির্দেশ দিয়েছে লকডাউনের নিয়মকানুন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী জানান, তিনি নিজেও পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছেন। লকডাউন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী।

লকডাউন অমান্য করলে শুধু নিজেই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবেন না অন্যকেও সংক্রমিত করে ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। স্বাভাবিক কারণেই লকডাউন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নিলে পুলিশকে দোষারোপ করা যাবে না বলেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

গেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করা যাবে। প্রবাসী শ্রমিকদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীরা জানান, এদের সুবিধার্থে খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে বর্তমান সঙ্কট মোকাবিলায় সম্পদ ও অর্থের যোগান সহ চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ অব্যাহত রাখার কথা উল্লেখ করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীদের বিভিন্ন প্রস্তাব ও পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভাইরাস যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়তে পারে, তার জন্য সকলকেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করতে হবে, ভাইরাস সংক্রমণের উৎস-স্থলগুলিকে চিহ্নিত করে এগুলিকে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, এখন প্রয়োজন দেশের সর্বত্র শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। কোভিড-১৯ আমাদের আস্থা ও বিশ্বাসে আঘাত হেনেছে বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এই ভাইরাস জীবনের গতিপথেও ভীতির সঞ্চার করেছে। প্রধানমন্ত্রী করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সকলের সমবেত প্রয়াস গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করে সমস্ত নেতৃবৃন্দকে রাজ্য, জেলা, শহর ও ব্লক স্তরের সমাজ কল্যাণ সংগঠন এবং ধর্মীয় নেতা-নেত্রীদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার আবেদন জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, লকডাউন পর্ব শেষ হলে সাধারণ মানুষকে আটকে পড়ার মতো বর্তমান অবস্থা থেকে বের করে আনার ব্যাপারে এক অভিন্ন কৌশল রচনা করার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে তিনি রাজ্যগুলিকে চিন্তাভাবনা করার এবং প্রস্তাব পাঠানোর পরামর্শ দেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার গুরুত্বের কথা শ্রী মোদী আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে এই আলোচনায় যোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কয়েকটি রাজ্যে আরও কঠোরভাবে লকডাউন সম্পর্কিত নীতি-নির্দেশিকা কার্যকর করার কথা বলেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব নিজামুদ্দিন ধর্মীয় সভা থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া এবং আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীদের অবহিত করেন। তিনি রাজ্যগুলিকে যে সমস্ত জেলায় ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, সেখানে সংক্রমণ শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে এই বৈঠকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী, মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব ও স্বাস্থ্য সচিবরা ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, ক্যাবিনেট সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ক্রীড়াঙ্গন

‘কঠিন পরিস্থিতিতে সহায়তা করতে ফুটবলাররা নৈতিকভাবে বাধ্য’

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অনেক ফুটবলার। তবে এটা যে জনসম্মুখে ঘোষণা দিয়ে করতে হবে, তা মনে করেন না হাভিয়ের মাসচেরানো। আর্জেন্টিনা ও বার্সেলোনার সাবেক এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের মতে, কঠিন পরিস্থিতিতে সহায়তা করতে ফুটবলাররা নৈতিকভাবে বাধ্য। করোনাভাইরাসের প্রভাবে বন্ধ রয়েছে প্রায় সব খেলা। সঙ্কট মোকাবেলায় আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন অনেক ফুটবলার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্ট্রাগ্রামে লাইভে এসে মাসচেরানো বলছেন, এরকম পরিস্থিতিতে ফুটবলারদের সহজ লক্ষ্য বানানো হয়।

“ফুটবলাররা সম্ভবত সহজ লক্ষ্য, কারণ তাদের অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে প্রায়ই কথা বলা হয়। খেলোয়াড়রা এখন সহযোগিতা করতে নৈতিকভাবে বাধ্য। এটা পরিষ্কার যে, এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের সবাইকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।” “খেলোয়াড়রা কোথায় অথবা কী সাহায্য করছে, তা বলার দরকার নেই। আমি বিভিন্ন সংস্থাকে সাহায্য করেছি, আমি চাইনি তা মিডিয়াতে আসুক। এটা আমাদের হৃদয় থেকে আসতে হবে এবং আমাদের প্রত্যেককে আত্মিকভাবে কাজটা করতে হবে।”

প্যারাগুয়ের সংশোধনাগারে ফুটবল খেলে সময় কাটছে রোনাল্ডিনহোর

অ্যাসুনসিওন, ২ এপ্রিল (হি.স.): লক ডাউনেও খেলা অব্যাহত কিংবদন্তি ব্রাজিলিয়ান বিশ্বকাপার রোনাল্ডিনহোর। জাল পাসপোর্ট কান্ডে জড়িয়ে প্যারাগুয়ের সংশোধনাগারে ২০০২ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য। আর সেখানেই ফুটবল খেলে সময় কাটছে রোনাল্ডিনহোর। করোনা আতঙ্কে গোটা পৃথিবী কার্যত লকডাউন। গৃহবন্দি বিশ্বের সব ক্রীড়াবিদরা। কিন্তু জাল পাসপোর্ট কান্ডে জড়িয়ে প্যারাগুয়ের সংশোধনাগারে ফুটবল খেলে সময় কাটছে ব্রাজিলিয়ান বিশ্বকাপার রোনাল্ডিনহোর। বাকি বন্দিদের সঙ্গে ফুটভলি খেলে দিন কাটছে এই বিশ্বকাপারের। সম্প্রতি সংশোধনাগারে রোনাল্ডিনহোর ফুটভলি খেলার ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে।

সূত্রের খবর, হাতের কাছে রোনাল্ডিনহোকে পেয়ে ভীষন খুশি বন্দি থেকে জেলকর্মীরা। দিন কয়েক আগে জেলবন্দিদের সাথে একটি ফাইভ এ সাইড ফুটবল ম্যাচ খেলা হয়। সেখানে ২০০২ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য একাই পাঁচটা গোল করেন। আর ছটি গোল সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন। সব মিলিয়ে ফুটবল নিয়ে সংশোধনাগারে মেতে রয়েছেন বিশ্বকাপার রোনাল্ডিনহো।

‘স্থবির বিশ্ব যেন এক দুঃস্বপ্ন’

করোনাভাইরাসের ছোবলে থমকে যাওয়া বিশ্ব যেন আর্তুরো ভিদালের কাছে এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের কারণে যে মৃত্যুর মিছিল চলছে, তা দেখতে দেখতে ভেঙে পড়েছেন চিলির এই মিডফিল্ডার।

কভিড-১৯ মহামারী আকার ধারণ করায় বিশ্বের প্রায় সব ধরনের খেলাধুলা বন্ধ হয়ে গেছে। চলছে না দলগত অনুশীলনও। ভিদালের ক্লাব বার্সেলোনার সব খেলোয়াড়ও বেশ কিছুদিন ধরে নিজ বাড়িতে অবস্থান করছেন, নিজ দায়িত্বে তারা চালিয়ে যাচ্ছেন অনুশীলন।

গুজব ছড়াবেন না - গুজবে কান দেবেন না

গণমাধ্যম ও সামাজিকমাধ্যমে বিশেষ করে Facebook, Whatsapp, Website সহ কোথাও কোভিড-১৯ সংক্রান্ত কোন গুজব, ভুল কিংবা অসত্য সংবাদ পরিবেশন না করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কেবলমাত্র সরকার কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যের উপর ভরসা রাখুন। ICA/D-14/2019-20

ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত।

Biplab Kumar Deb
CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA - 799010

স্বেচ্ছা রক্তদানের জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ আবেদন

ভারত সহ বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় এক বিশেষ উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এই সংক্রমণ প্রতিহত করতে জনসমাগম পরিহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন। যার ফলে স্বেচ্ছা রক্তদান প্রক্রিয়া কম-বেশি ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও ব্লাড ব্যাঙ্ক সমূহে রক্তের যোগান কম থাকলে রাজ্য এক বিরাট সংকটের মুখোমুখি হবে। কারণ, মুমূর্ষ রোগীদের প্রায়শই রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। এছাড়া প্রসবকালীন সময়ে মায়ের, দুর্ঘটনাগ্রস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসায়, জটিল অপারেশনে, আগুনে পোড়া রোগীদের চিকিৎসায়, ক্যান্সার ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের ক্ষেত্রে রক্তের প্রয়োজন হয় যা কিনা কারোর দানের উপরই নির্ভরশীল,ফলে স্বেচ্ছা রক্তদানের জন্য রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা আবশ্যক। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের দিকে লক্ষ্য রেখে রক্তদান শিবিরের আয়োজকদের প্রতি আমার সবিশেষ অনুরোধ সমস্ত ধরনের আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করে এবং রক্তদাতাদের পর্যায়ক্রমে রক্তদান শিবিরে আনয়নের মাধ্যমে আপনারা রক্তদান শিবির সংগঠিত করুন। পাশাপাশি আমি সমস্ত অংশের জনসাধারণের কাছে আবেদন রাখছি কোনও ধরনের গুজব বা ভ্রান্ত ধারনার বশবর্তী না হয়ে রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক সমূহে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত সংরক্ষিত থাকে তা রক্তদানের মাধ্যমে নিশ্চিত করুন।

ICA/D-010/2019-20

(শ্রী বিপ্লব কুমার দেব)
মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা

এক বছর বেতন ছাড়া চলতে পারবে শীর্ষ ফুটবলাররা: তেভেস

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের এই দুঃসময়ে শীর্ষ পর্যায়ে খেলা ফুটবলাররা কম পারিশ্রমিক নিতে পারেন বলে মত দিয়েছেন কার্লোস তেভেস। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের বিপক্ষে লড়াইয়ে ক্লাবগুলোর আরও বেশি করে সাহায্যের হাত বাড়ানো উচিত বলেও মনে করেন এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

অতি সংক্রামক কভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বের অনেক দেশের মতো আর্জেন্টিনাতেও ফুটবল বন্ধ রয়েছে। বিশ্বের বাকি সব শীর্ষ পর্যায়ের খেলোয়াড়দের মতো তাই তেভেসও নেই খেলার মধ্যে।

স্পেনে চলা জরুরি অবস্থার মধ্যে সঙ্কটে পড়েছে বার্সেলোনা। ক্লাবের কার্যক্রম সঠিকভাবে যাতে পরিচালিত হতে পারে, সেজন্য মূল দলের খেলোয়াড়রা তাদের পারিশ্রমিকের ৭০ শতাংশ কম নিচ্ছে।

লিওনেল মেসি, ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো, কিলিয়ান এমবাপে, রবের্ত লেভানদোভস্কির মতো তারকা খেলোয়াড়রা বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থাকে সহযোগিতা করছেন কভিড-১৯ মোকাবেলায়। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও ম্যানচেস্টার সিটির সাবেক ফরোয়ার্ড তেভেস মনে করেন, এই দুঃসময়ে পুরো পারিশ্রমিক না নিয়েও চলতে পারবেন শীর্ষ পর্যায়ে খেলা ফুটবলাররা। “একজন ফুটবলার ছয় মাস বা এক বছর বেতন না নিয়েও বাঁচতে পারবে। আমরা সেই সব মানুষের মতো দুরবস্থায় নেই, যারা বাচ্চাদের নিয়ে দিনাতিপাত করে, যারা পরিবারকে খাওয়ানোর জন্য প্রতিদিন সকাল ছয়টায় ঘর থেকে বের হয়ে সন্ধ্যা সাতটায় ফেরে।”

“অসহায়দের পাশে আমাদের থাকতে হবে এবং তাদের সাহায্য করতে হবে। ঘরে বসে আমার পক্ষে কথা বলা সহজ... কেননা আমি জানি, আমার বাচ্চাদের জন্য ঘরে খাবার আছে।”

“কিন্তু এই বাইরের মানুষগুলো যারা বের হতে পারছে না; ঘরের বাইরে যেতে পারছে না; তারা দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে।”

ক্লাবগুলোকেও এই বিপদের দিনে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন বর্তমানে বোকা জুনিয়র্সে খেলা ৩৬ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড।

নিজের ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চিত ইব্রাহিমোভিচ

চলতি মৌসুম সমাপ্ত হবে কি হবে না, এ নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে ক্রমশই। এর সঙ্গে জাতান ইব্রাহিমোভিচের ভাবনা নিজেকে নিয়েও। মৌসুম শেষে কী করবেন, ঠিক করতে পারছেন না এই সুইডিশ ফরোয়ার্ড।

গত ডিসেম্বরে এসি মিলানে যোগ দেওয়া ইব্রাহিমোভিচ চলতি মৌসুমে ইতালির ক্লাবটির হয়ে ১০ ম্যাচ খেলে করেছেন চার গোল। করোনাভাইরাসের জন্য আপাতত বন্ধ রয়েছে সেরি আ। মৌসুম শেষে মিলানের সঙ্গে শেষ হবে ইব্রাহিমোভিচের চুক্তির মেয়াদ। বার্সেলোনা, ইন্টার মিলান ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক স্ট্রাইকার মৌসুম শেষে অবসর নিতে পারেন বলে গুঞ্জন রয়েছে।

ইব্রাহিমোভিচ জানান, তিনি এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেননি।

“দেখা যাক। আমি এমনকি জানিও না, আমি কী চাই। প্রতিদিন নতুন কিছু ঘটছে। করোনাভাইরাসের কথা কে অনুমান করতে পেরেছিল? আমাদের কেবল বেঁচে থাকার ও জীবন উপভোগ করার চেষ্টা করতে হবে।”

“আমার একটি পরিবার আছে, যাদের খেয়াল রাখতে হয়। ওরা ভালো অনুভব করছে তাই আমিও ভালো অনুভব করছি।”

করোনাভাইরাসের ছোবলে বিপর্যস্ত ইতালি।

এক লাখ ১০ হাজারের বেশি আক্রান্ত, মারা গেছেন ১৩ হাজারের বেশি মানুষ। ইব্রাহিমোভিচ মনে করেন, এমন পরিস্থিতিতে সব সময়ে কমিউনিটির স্বাস্থ্যকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

“ফুটবলেও এটা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। তারা অনুশীলন ফ্যাসিলিটি বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই।”

“এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, ফুটবল লিগ বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আমাদের অবশ্যই নিয়মকানুনের প্রতি সম্মান জানাতে হবে এবং ধৈর্য ধরতে হবে। পুরো কমিউনিটির জন্য ভালো এমন একটি সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।”

“স্বাস্থ্য সব খেলার ওপরে। আমি করোনাভাইরাস নিয়ে উদ্বিগ্ন নই। আমার মনে হয়, এর সমাধান হবে। কী করতে হবে, বিশেষজ্ঞরা জানানোর আগ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।”

করোনাভাইরাস: ৭০ শতাংশ বেতন কম নেবেন আতলেতিকোর ফুটবলাররাও

করোনাভাইরাসের প্রভাবে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ায় ক্লাবের পাশে দাঁড়ালেন আতলেতিকো মাদ্রিদের ফুটবলাররা। সাময়িকভাবে নিজেদের বেতনের ৭০ শতাংশ কম নিতে রাজি হয়েছেন তারা। স্প্যানিশ ক্লাবটি বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। মূল দল, নারী দল ও ক্লাবের ‘বি’ দলের সব খেলোয়াড় ও কোচরা নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে একমত হয়েছে। পাশাপাশি মূল দলের খেলোয়াড় ও ক্লাব পরিচালকরা সহায়তা দিয়ে নিশ্চিত করবেন যাতে ক্লাবের অন্য কর্মচারীরা এই সময়ে শতভাগ বেতন পান। দুই পক্ষই দেবে ৫০ শতাংশ করে। কদিন আগে বার্সেলোনার তারকা ফরোয়ার্ড লিওনেল মেসি জানান, সঙ্কটকালীন সময়ে তারাও বেতনের ৭০ শতাংশ কম নেবেন। করোনাভাইরাসের কারণে বন্ধ রয়েছে ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোসহ বিশ্বের প্রায় সব ধরনের খেলা। এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে ক্লাবগুলোর আয়ে। ইতোমধ্যে বুন্ডেসলিগার ক্লাব বায়ার লেভারকুসেন, বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখ, শালকে-০৪, হফেনহেইম কোচ, খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের বেতন কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়ন ইউভেন্তুসও।

ত্রিপুরা সরকার
খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর

রেশন দোকানের মাধ্যমে বিনামূল্যে চাল সরবরাহ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

কোভিড-১৯ জনিত উদ্ভুত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে রাজ্যের সকল অন্ত্যোদয় ও প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড (অগ্রাধিকারভুক্ত) রেশনকার্ডধারী ভোক্তাদের এপ্রিল মাসের বরাদ্দ ৫০ শতাংশ চাল বিনামূল্যে এবং বাকি ৫০ শতাংশ চাল ২টাকা কেজি দামে সরবরাহ করা হবে। সেই মত বিগত ২৮শে মার্চ,২০২০ থেকে গ্রাহকদের মধ্যে তা বিতরণ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকার সার্বিক বিবেচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নেয় যে এপ্রিল মাসের বরাদ্দ চাল অন্ত্যোদয় ও প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড ভোক্তাদের মধ্যে পুরোটাই সম্পূর্ন বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১লা এপ্রিল,২০২০ থেকে উক্ত বরাদ্দ (এপ্রিল,২০২০ মাসের বরাদ্দকৃত চাল) রেশন দোকানের মাধ্যমে সম্পূর্ন বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে সকল ভোক্তা ইতিমধ্যেই এপ্রিল মাসের ৫০ শতাংশ চাল ২টাকা কেজি দামে রেশন দোকান থেকে সংগ্রহ করে নিয়েছেন, তাদের টাকা ব্যাঙ্ক একাউন্টের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

২. রাজ্য সরকার কর্তৃক এই সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে যে, রাজ্যের ৫০ হাজার দরিদ্রতর এপিএল পরিবারকে ১(এক) মাসের বরাদ্দের সমপরিমান চাল সম্পূর্ন বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এই প্রকল্প কার্যকরী করার লক্ষ্যে মহকুমা শাসকদের অতিদ্রুত যোগ্যতাসম্পন্ন পরিবারগুলো চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। জনসাধারনের অবগতির জন্য এই প্রকল্পে বিনামূল্যে চাল বিতরণের সময়সূচি অতি শীঘ্রই বিজ্ঞাপিত করা হবে।

৩. উপরোক্ত দুটি প্রকল্প রূপায়নের জন্য ৭ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা হয়েছে।

৪. করোনা ভাইরাসের ব্যাপকতা ও বিস্তার প্রতিহত করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে বিভিন্ন প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই সময়ে সাধারন মানুষের খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ রিলিফ প্যাকেজ ঘোষনা করা হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় অন্ত্যোদয় ও প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড রেশনকার্ডধারী ভোক্তাগণ প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনায় এপ্রিল,২০২০ থেকে জুন,২০২০, এই তিন মাস, নিয়মিত বরাদ্দের অতিরিক্ত বরাদ্দ হিসাবে মাথাপিছু ৫(পাঁচ) কেজি হারে চাল এবং ১(এক) কেজি করে ডাল রেশনদোকান থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারবেন এবং এপ্রিল মাসের বরাদ্দ চাল এফসিআই থেকে সংগ্রহ করার পর যত দ্রুত সম্ভব রেশনদোকানের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

৫. বিনামূল্যে ডাল বিতরণ প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ মসুর ডাল কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা রাজ্যে পৌছানোর ব্যবস্থা করবে এবং প্রয়োজনীয় ডাল রাজ্যের খাদ্যগুদামে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তা রেশনদোকানের মাধ্যমে বিনামূল্যে সরবরাহ সুনিশ্চিত করা হবে। সরবরাহের সময়সূচি অতি শীঘ্রই দপ্তর কর্তৃক বিজ্ঞাপিত করা হবে।

(তপন কুমার দাস)
অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা
খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর

ICA/D-13/2019-20

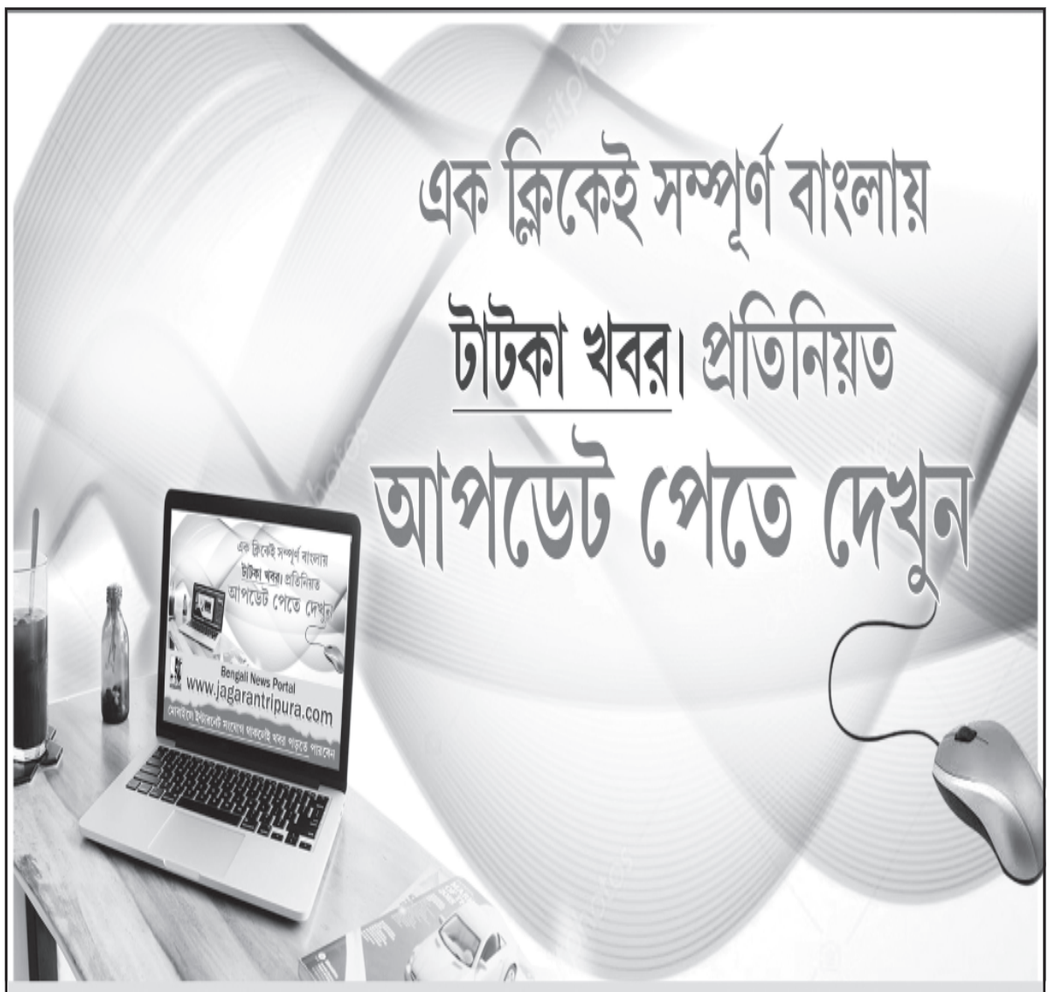

জাগরণ 3 April, 2020, Friday আগরতলা ৩ এপ্রিল, ২০২০ ইং, ■২০ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বৃহস্পতিবার জিবি হাসপাতাল পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

কোভিড-১৯ : প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। কোভিড-১৯ মোকাবিলার প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরার প্রধান হাসপাতাল জিবি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি ঘুরে দেখেছেন। কথা বলেছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে। এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সংক্রমণ মোকাবিলায় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ত্রিপুরার সবকটি জেলায়ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় আগরতলার জিবি হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রথমেই তিনি হাসপাতালে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় নির্দিষ্ট ব্লক ঘুরে দেখেন। যদি কোনও আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে আসেন, তবে তাঁকে কীভাবে চিকিৎসা করানো হবে, গোটা প্রক্রিয়া মহড়ার মাধ্যমে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা এদিন গোটা বিষয়টি তাঁর সামনে তুলে ধরেন।

পরে মুখ্যসচিব ও স্বাস্থ্যসচিবকে নিয়ে হাসপাতালের চিকিৎসক ও করোনা প্রতিরোধে গঠিত টিমের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হন তিনি। বর্তমান সময়ে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা অনেকটাই কমেছে। এই ধারা বজায় রাখার জন্য বর্তমান ব্যবস্থাকে আগামী দিনেও জারি রাখার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। আজকের পরিদর্শন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিকদের জানান, এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় করোনা সংক্রমণের কোনও ঘটনা নেই। তবে, যদি পাওয়া যায় তা হলে কীভাবে মোকাবিলা করা হবে, তা দেখার জন্যই তিনি জিবি হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, জিবি হাসপাতালে কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষ ইউনিট খোলা হয়েছে। চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে সেখানে। সাত দিন অন্তর তাদের বদলানো হবে এবং কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিবি হাসপাতালের পাশাপাশি আইজিএম এবং জেলা হাসপাতালগুলিতেও কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ৫০ আসন বিশিষ্ট বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় এখনও সংক্রমণ না হলেও সাবধানতা অবলম্বন করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ ইতিমধ্যেই পার্শবর্তী অসম ও মণিপুরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত পাওয়া গেছে। যদিও ত্রিপুরার সীমান্ত সিল করা রয়েছে। পাশাপাশি তিনি আহ্বান রাখেন, 'ত্রিপুরাবাসীও নিজেদের বাড়ি সিল করে রাখুন।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, দিল্লির একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে যারা ত্রিপুরায় ফিরেছেন, তাঁদের কাউকেই এখনও সংক্রমিত পাওয়া যায়নি। তবে, বহিঃরাজ্য বা বিদেশ থেকে এসে যদি কেউ সেই তথ্য লুকিয়ে রাখেন তবে তার বিরুদ্ধে এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট অনুসারে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সতর্ক করেন তিনি।

নিজামউদ্দিনের জের, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২৩, আতঙ্ক সর্বত্র

গুয়াহাটি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : মহামারি কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক বিরাজ করলেও এই কয়দিন মোটামুটি ভালোই ছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চল। ভাবা হয়েছিল, এই মহামারির থাবা থেকে কোনও রকম রক্ষা পেয়ে যাবে উত্তরপূর্ব। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাতের ঘটনায় অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি এর গ্রাস থেকে রেহাই পায়নি। নিজামউদ্দিনে জামাতে অংশগ্রহণ করে এতদঞ্চলের বহু মানুষ করোনা ভাইরাস বহন করে নিয়ে এসেছেন। গত ৩১ মার্চ অসমে প্রথম করোনা-আক্রান্তের খবর পাওয়ার পর গতকাল একদিনে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬-য়। এই সংখ্যা আজ রাতের দিকে আরও বাড়তে পারে বলে শঙ্কা ব্যক্ত করেছেন অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ইত্যবসরে অরুণাচল প্রদেশ এবং মণিপুরেও নিজামউদ্দিন-ফেরত দুই ব্যক্তির শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই খবরে রীতিমতো ঘুম উবে গেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসীর। কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে গভীর চিন্তায় পড়েছে কেন্দ্র ও উত্তরপূর্বের রাজ্য সরকারগুলি।

প্রসঙ্গত, নিজামউদ্দিনের মরকজে তবলিগ-ই জামাতে যোগদান ও সেখান থেকে সন্দেহজনক সংক্রমিত তালিকায় এই খবর লেখা পর্যন্ত গোটা দেশে রয়েছে প্রায় ৭,৬০০ জন। এদের খুঁজে বের করা এবং পরীক্ষা করা রীতিমতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে। কেউই স্বেচ্ছায় এসে নিজের নিজের এলাকায় হাসপাসাতালে নিজামউদ্দিনের যাওয়ার ঘটনার তথ্য প্রকাশ না করায় করোনা সংক্রমণের সংখ্যা আরও দ্রুতগতিতে বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় এ মুহর্তে জনসাধারণকে আরও বেশি করে সতর্কতা অবলম্বন করতে সব রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এমন-কি মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রীরা ভিডিও-বার্তায় কাতর অনুরোধ জানাচ্ছেন।

অরুণাচল প্রদেশে এই প্রথম মরকজ জামাত ফেরত এক ব্যক্তির শরীরে মারণ সংক্রমণ কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। মণিপুরেও একজনের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। ওই ব্যক্তিও দিল্লির নিজামউদ্দিন ফেরত। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিং টুইট করে এই খবর দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত মণিপুরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২-এ দাঁড়াল। তবে তাঁদের মধ্যে একজন ২৩ বছর বয়সি মেডিক্যাল-গবেষক জনৈক যুবতী রয়েছেন। তিনি লন্ডন-ফেরত। ২৪ মার্চ তাঁর শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ বলে ধরা পড়েছিল। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং জানান, ওই ব্যক্তির সঙ্গে আরও যারা নিজামউদ্দিনে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তাদেরও কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। জানা গেছে, মণিপুর থেকে ১০ জন নিজামউদ্দিনে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ৮ জনের টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। বাকি ২ জনের মধ্যে একজন পজিটিভ এবং একজনের রিপোর্ট এখনও আসেনি।

এদিকে অরুণাচল প্রদেশের তেজুতে যার শরীরে করোনা ভাইরাস পজিটিভ ধরা পড়েছে, তিনি গত ১৬ মার্চ নিজামউদ্দিনের তবলিগ-ই জামাতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর শরীরে করোনার উপস্থিতির কথা লাহোয়ালের আইসিএমআর পরীক্ষাগারে নিশ্চিত হয়েছে। তাঁর শরীরে ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়লে লোহিত জেলা প্রশাসন গত ২৪ মার্চ থেকে তাঁকে কোয়ারেন্টাইনে রেখেছে। শুধু ওই ব্যক্তিই নয় তবলিগ-ই জামাতে যাঁরাই যোগ দিয়েছেন তাদের সকলকেই মার্চের শেষের দিক থেকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু জানিয়েছেন কোভিড-১৯-এ আক্রান্তদের জন্য ৩০০ বিছানা যুক্ত হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে সব জেলায় পরিকাঠামো উন্নত সেখানে ভেন্টিলেটর দেওয়া হবে। উন্নতমানের পিপিই এক দু-দিনের মধ্যে সেখানে পৌঁছে যাবে। করোনা ঠেকাতে সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ চলছে। পাসিঘাট সমেত গোটা অরুণাচল প্রদেশবাসীর জন্য কম পক্ষে ৫০টি ভেন্টিলেটারের ব্যবস্থা করা হবে। এর পর যেখান থেকে যেমন চাহিদা আসবে ব্যবস্থা করা হবে। এখন পর্যন্ত ৫৮ জনের লালা ও রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৩৩ জনের নেগেটিভ এসেছে। বাকি ২৫ জনের পরীক্ষা চলছে। শুক্রবারের মধ্যে এঁদের রিপোর্ট চলে আসবে বলে ধারণা মুখ্যমন্ত্রীর। বিভিন্ন জেলা প্রশাসনকেও করোনা ভাইরাস ঠেকাতে যাবতীয় প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার, ডিএমওদের সঙ্গে কথা বলে নিজামউদ্দিন-ফেরতদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, অসমে এখন পর্যন্ত ১৬ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এঁরা সকলেই তবলিগ-ই জামাত ফেরত। আরও চারজন দিল্লিতে চিকিৎসাধীন। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর এবং মিজোরামের একজনকে নিয়ে মোট ২০ জন আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে ১৮ জনই দিল্লির নিজামউদ্দিন মরকজের তবলিগ-ই জামাত-ফেরত।

করোনা প্রকোপে ত্রস্ত সমগ্র বিশ্ব পৃথিবীব্যাপী মৃত্যু বেড়ে ৪৬,৮০৯

জেনেভা, ২ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত গোটা বিশ্বে। মৃত্যু ও সংক্রমণে রাশ টানাই যাচ্ছে না।

কোভিড-১৯, মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীব্যাপী মৃত্যু বেড়েই চলেছে। গোটা বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৪৬ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। সংক্রমিত কমপক্ষে ৯,৩২,৬০০ জন। করোনার প্রকোপে এই মুহূর্তে ভয়াবহ পরিস্থিতি ইতালি, আমেরিকা ও স্পেনে। ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরেছে চিন ও দক্ষিণ কোরিয়া।

২ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স হোপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৯,৩২,৬০০ জন। মৃতের সংখ্যা ৪৬,৮০৯ জন। ইউরোপজুড়ে এখন আতঙ্ক বিরাজমান, মৃত্যু বাড়ছে ইতালি, আমেরিকা ও স্পেনে। সিঙ্গাপুরেও কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন কমপক্ষে ১,০০০ জন, মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের।

মরুরাজ্যে করোনায় সংক্রমিত আরও ৯ জন, রাজস্থানে আক্রান্ত বেড়ে ১২৯

জয়পুর, ২ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে রাজস্থান-সহ দেশের সর্বত্রই লকডাউন লাগু রয়েছে। কিন্তু, দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যাটা ক্রমেই উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। মরুরাজ্য রাজস্থানে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৯ জন। নতুন করে ৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১২৯-এ পৌঁছেছে। বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, মেডিক্যাল ও স্বাস্থ্য রোহিত কুমার সিং জানিয়েছেন, নতুন করে সংক্রমিত ৯ জনের মধ্যে ৭ জন জয়পুরের রামগঞ্জের বাসিন্দা এবং যোধপুর ও ঝুনঝুনুতে একজন করে আক্রান্ত হয়েছেন।

মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত জার্মানিতে, করোনায় মৃত বেড়ে ৮৭২

বার্লিন, ২ এপ্রিল (হি.স.): ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতি, জার্মানিতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত। জার্মানিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারালেন আরও ১৪০ জন, নতুন করে ১৪০ জনের মৃত্যুর পর জার্মানিতে বৃহস্পতিবার মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৮৭২। এই সময়ে জার্মানিতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬,১৫৬ জন। ফলে জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭৩,৫২২ জন।

নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ বাড়ছে সিঙ্গাপুরেও। সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২ এপ্রিল সকাল ৬.৪৩ মিনিট নাগাদ ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক একজন বৃদ্ধের (৬৮ বছর বয়স) মৃত্যু হয়েছে। ওই বৃদ্ধের মৃত্যুর পর কোভিড-১৯ ভাইরাসে সিঙ্গাপুরে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা কমপক্ষে ১০০০।

করোনা ঃ উনকোটি জেলার সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন বিজেপি নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ এপ্রিল ।। রাজ্যে লকডাউন-এর নবম দিনে কৈলাসহর মহকুমা তথা উনকোটি জেলার সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কৈলাসহরে এলেন ভারতীয় জনতা পার্টির উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়, প্রদেশ সহ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, উনকোটি জেলা সভাপতি ভগবান দাস সহ অন্যান্যরা। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধি দল কৈলাসহর এর মূল বাজার পানিচৌকি বাজার সহ বেশ কয়েকটি গ্রামীণ এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায় বলেন, এই ভয়াবহ বিপর্যয়ে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার ব্যাপকভাবে মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে সরকার এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একাধিক প্রকল্প ঘোষণা করেছে তারপরও দলের নির্দেশ অনুসারে দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বাজার ও গ্রামীণ এলাকা পরিদর্শন করে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে যে সরকারি প্রকল্প সুবিধাগুলি সাধারণ মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছেছে কিনা। পাশাপাশি কোথাও কোন ধরনের ছোট থেকে ছোট কি সমস্যা রয়েছে সে ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া। বিশেষ করে চা-বাগান ইটভাট্টা ও বহিরাগত শ্রমিক ও গাড়ি চালকদের কি পরিস্থিতি সবকিছু খতিয়ে দেখা হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পরও যদি কোথাও কোনো ধরনের ত্রুটি থাকে তাহলে তলের কার্যকর্তা সেই বিষয়টি সরকারের নজরে আনবে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ সহ-সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্য সভাপতি মানিক সাহা দলের নেতৃত্ব দেয়া বিভিন্ন এলাকায় পৃথক পৃথক দায়িত্ব দিয়েছেন সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য সেই দায়িত্ব পালনের জন্যই কৈলাসহর উনকোটি জেলায় ছুটে আসা। সরকার তার সাধ্যমতো চেষ্টা করছে এই বিপর্যয় কাটানোর জন্য। পাশাপাশি দল সাংগঠনিকভাবেও এই বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। প্রতিটি মানুষকে সরকারি নির্দেশ মেনে চলার পাশাপাশি গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ করেন। রাজ্যস্তরে এই প্রতিনিধি দলের সাথে ছিলেন উনকোটি জেলার সাধারণ সম্পাদক অরুণ সাহা, কৈলাসহর মণ্ডল সভাপতি হেমেন্দ্রকুমার দে ও অন্যান্যরা।

রাজ্যে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রয়েছেন ১৩১ জন এবং বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৭২৭৪ জন ঃ স্বাস্থ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাত-ফেরত ত্রিপুরার ২৬ জনকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাঁদেরকে পরিবার সহ কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে পরিবারের সদস্য সহ ৫৪ জনের নমুনা রিপোর্ট এসেছে। সকলেই নেগেটিভ বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন ত্রিপুরার স্বাস্থ্যসচিব ডা. দেবাশিস বসু। এদিকে, বর্তমানে ত্রিপুরায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রয়েছেন ১৩১ জন এবং বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৭২৭৪ জন, জানিয়েছেন তিনি।

এদিন স্বাস্থ্য সচিব বলেন, গতকাল ও আজ এই দুদিনে নিজামউদ্দিন মসজিদে জমায়েতে অংশগ্রহণকারীদের খুঁজে বের করা হয়েছে। সাথে ওই এলাকায় ওই সময়ে ছিলেন এমন কয়েকজনকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের সকলকে কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত নিজামউদ্দিন সংক্রান্ত ৭২ জনকে চিহ্নিত করে তাঁদের কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৫৪ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। সকলের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাঁর কথায়, তাঁদের দ্বিতীয় দফায় নমুনাও সংগ্রহ হয়েছে। রিপোর্ট আগামীকাল আসবে।

এ-বিষয়ে স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডাঃ দ্বীপ দেববর্মা বলেন, বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে নিজামউদ্দিন ইস্যুতে সবাইকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ইতিমধ্যে কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। তাঁদের পুনরায় পরীক্ষা করা হবে। তাঁর দাবি, গতকাল সন্ধ্যায় উত্তর ত্রিপুরায় কয়েকজনকে নিজামউদ্দিন মসজিদে অংশ নেওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। তাঁরা আগেই কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। তাঁদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আগামীকাল রিপোর্ট আসবে।

তিনি বলেন, নিজামউদ্দিনে মসজিদে জমায়েতে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ত্রিপুরার নাগরিক রয়েছেন ২৬ জন। তাছাড়া, তাঁদের পরিবারের সদস্য ২৪ জন এবং ওই এলাকায় এই সময় ভ্রমণ করেছেন আরও ২২ জন সবমিলিয়ে রয়েছেন ৭২ জন। তাঁদের সকলকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, যোগেন্দ্রনগর মসজিদে বহিঃরাজ্যের বাসিন্দা ১১ জনকে খুঁজে বের করা হয়েছে।

তাঁদেরকেও কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ওই ১১ জন ধর্মীয় প্রচারে ত্রিপুরায় এসেছেন বলে দাবি করছেন। কিন্তু, নিজামউদ্দিন মসজিদে জমায়েতের সাথে কোনওভাবে তারা যুক্ত কিনা তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিন্তু, এখনও কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত পাওয়া যায়নি। তবে, আগামীকাল রিপোর্ট আসার পর এ-বিষয়ে আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে, বলেন তিনি।

দেশের ৬৩টি জেলায় করোনা-আক্রান্ত রোগীর তথ্য, ছড়ানো রুখতে হবে প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। সারা দেশের ৬৩টি জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গিয়েছে। ওই জেলাগুলিতে করোনা ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অন্যত্র যাতে ছড়িয়ে না পরে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্সে এই তথ্য উঠে এসেছে। সেক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে সমস্ত সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এ-কথা জানালেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ত্রিপুরার প্রস্তুতি এবং প্রয়োজনীয়তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছি। সাথে তাঁর পরামর্শ, যেখানে রয়েছেন সেখানেই থাকুন। তবেই এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপে সমস্ত রাজ্য একজোট হয়েছে। সকলেই কেন্দ্রের সমস্ত নির্দেশ পালন করছেন। তাঁর কথায়, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এক সুরে আওয়াজ উঠেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেছেন। কারণ, আক্রান্তের সংখ্যা অধিক হলেও মৃত্যুর হার খুবই কম। সময়মতো চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়ায় কেরালায় পরিস্থিতি তুলনামূলক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা দেশে নয়, ৬৩টি জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গিয়েছে। সে-ক্ষেত্রে ওই ভাইরাস অন্য জেলায় ছড়িয়ে না পরে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। তাঁর কথায়, মহারাষ্ট্রে দেড় লক্ষাধিক বহিরাগত শ্রমিকদের থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করেছে মহারাষ্ট্র সরকার। কারণ, তাঁরা যাতায়াত করলেই ভাইরাস ছড়িয়ে পাড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই, সকলকে একজোট হয়ে ওই ভাইরাস প্রতিরোধ করতে হবে, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, আজ এই সংকটের মুহূর্তে আমরা সকলে একজোট হয়ে মোকাবিলা করব। সাথে তিনি বলেন, সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের কাছে আবেদন করা হয়েছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান আপাতত স্থগিত রাখা হোক। আপনারাও সকলের প্রতি বাড়িতে থাকার এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আবেদন জানান।

করুনার প্রভাবে নিয়ম রক্ষনার্থে ছোট আকারে বাসন্তী পূজা দেশবন্ধু ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার,২ এপ্রিল।। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বজুরে চলছে করুনাভাইরাসের মাহামারি। এই মহামারি থেকে সকলকে রক্ষারজন্য কেন্দ্র সরকার ও রাজ্যসরকার যৌথ প্রচেষ্টা চালিয়েযাচ্ছে। যারফলে সমগ্র দেশ জুরে লকডাউন পক্রিয়া চালুকরাহয়েছে। এই লকডাউন ও করুনাভাইরাসের প্রভাবপরেছে এবারকার বাসন্তি পূজায়। বিগত প্রায় ৫০ বছর যাবৎ শান্তির বাজারে ঘটাকরে বাসন্তি পূজা সংগঠিত করে দেশবন্ধু ক্লাবের সদস্যরা। কিন্তু এইবার বেতিক্রমি চিত্র লক্ষ্যকরাযায়। আজ মহানবমীর তিথিত পূজা হয়েছে। শান্তির বাজারে ক্লাবের এক সদস্যের বাড়িতে ছোট আকারে ফটোদিয়ে মায়ের পূজা করছে ক্লাবের সদস্যরা। এইব্যাপারে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান দেশবন্ধু ক্লাবের সেক্রেটারি প্রবির বরন দাস। তিনি জানান অন্যান্যবারের ন্যায় এইবছরও ক্লাব বড় আকারের পূজা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাজার পেন্ডেল তৈরিকরেছিলো। বড় আকারে মূর্কির অর্ডার দেওয়াহয়েছিলো যার নির্মান কাজও শেষ হয়েগেছে। কিন্তু এরই মধ্যে করুনা ভাইরাসের প্রভাব ছরিয়েগেলো ভারতের মধ্যে। তাই করুনা ভাইরাস প্রতিরোধে ভারত সরাকারের সিদ্ধান্তকে মেনে এই পূজা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলো ক্লাব কতৃপক্ষ। যারফলে নিয়ম রক্ষনার্থ কাউকে না জানিয়ে ক্লাবের সদস্যরা মিলে ক্লাবের অপর সদস্যের বাড়িতে এই পূজা সংগঠিত করছেন।

করোনা ঃ পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা উপমুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বৃহস্পতিবার মারণব্যাধি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণরোধে অমরপুর মহকুমা প্রশাসনের পদক্ষেপ এবং কর্মসূচি সহ বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। আজ বিকালে অমরপুর রাজস্ব ডাকবাংলোয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহকুমার টাস্কফোর্স কমিটির সদস্যদের নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন।

এদিনের বৈঠকে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, অমরপুর ব্লকের বিএসি-র চেয়ারম্যান সঞ্জয় জমাতিয়া, মহকুমাশাসক বিজয় সিনহা, এসডিএমও শুভেন্দু দেববর্মা, অমরপুর ও অম্পি ব্লকের বিডিওগণ, মহকুমা ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটির নোডাল অফিসার তথা ডিসিএম শিবজ্যোতি দত্ত, অম্পি ও অমরপুরের এসডিপিও, বিদ্যুৎ এবং ডিডব্লিউএস দফতরের আধিকারিকগণ। বৈঠকে এসডিএমও জানান, মহকুমায় ৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করানো হয়েছে। এতে ফলাফল নেগেটিভ এসেছে। উপমুখ্যমন্ত্রী মহকুমার আর্থিক ক্ষেত্রে দুর্বল এপিএল কার্ডধারীদের দ্রুত চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় রেশন সামগ্রী প্রদানের নির্দেশ দেন। এক্ষেত্রে মহকুমাশাসক জানান, আগামী ১৬ দিনের খাদ্য সামগ্রী মহকুমায় মজুত রয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী মহকুমার দুটি ব্লকের বিডিওদের কাছ থেকে গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং সমস্যা নিরসনের জন্য যথোপযুক্ত পরামর্শও নির্দেশ দেন।

উপমুখ্যমন্ত্রী গ্রামীণ এলাকায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে রেগার কাজ শুরু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পাহাড়ি এলাকায় পানীয়জলের যাতে কোনও সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেদিকে ডিডব্লিউএস, বিদ্যুৎ দফতর এবং বিডিও-দের বিশেষ নজর দিতে নির্দেশ দেন। ডিডব্লিউএস দফতরকে পানীয়জলের সমস্যা দূর করতে দ্রুত অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করে পাঠাতে বলেন। এছাড়া পাহাড়ের জনজাতিদের রেশন সামগ্রী সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাতায়াতের বিষয়ে যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা নিতে মহকুমাশাসককে পরামর্শ দেন। সভায় বিধায়ক রঞ্জিত দাস মহকুমা প্রশাসনের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ যথা গরিব জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া, স্বাস্থ্য বিষয়েনজরদারি, সচেতনতা প্রচার প্রভৃতি বিষয় সুষ্ঠুভাবে করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অমরপুরের বিধায়ক রঞ্জিত দাস ব্যক্তিগতভাবে ৫০ হাজার, তপন চক্রবর্তী (নতুনবাজার) ৫০ হাজার, অমরপুর ইলেকট্রিক্যাল সাবডিভিশান ১০ হাজার, নতুনবাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ১০ হাজার, অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার কর্মী প্রতিভা সাহা ৫ হাজার, অমরপুর বিবিআই, শঙ্কর সাহা ৩ হাজার, টিআরএলএস উত্তরণ ২ হাজার, অনুপ দাস ২ হাজার, রাজ দত্ত (নতুনবাজার) ১ হাজার, সুশান্ত দেবনাথ ১ হাজার, মা কালী স্টিল ফার্নিচার (বিজয় সাহা) ৫ হাজার, রাজীব প্রসাদ ২৫ হাজার এবং রতিরঞ্জন সাহা ৫ হাজার টাকা সহ মোট ১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকার চেক উপমুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। উপমুখ্যমন্ত্রী লকডাউন মেনে চলার জন্য আবেদন রাখেন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইন্দোরে নতুন করে আক্রান্ত ১২ জন মধ্যপ্রদেশে করোনা-সংক্রমিত বেড়ে ৯৮

ভোপাল, ২ এপ্রিল (হি.স.): সংক্রমণ থামার কোনও লক্ষণ নেই। বরং দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে, মধ্যপ্রদেশে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হলেন আরও ১২ জন। নতুন করে ১২ জনই সংক্রমিত হয়েছেন ইন্দোরে। ফলে মধ্যপ্রদেশে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮৬। বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশ স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১২ জন। নতুন করে ১২ জন সংক্রমিত হয়েছেন ইন্দোরে। ফলে মধ্যপ্রদেশে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮৬। প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশে ইতিমধ্যেই করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ইন্দোরেই ৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

রামনবমী : দেশবাসীকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.): রামনবমী উপলক্ষে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা : বৃহস্পতিবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে টুইট ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।